ষষ্ঠ অধ্যায়
রোগব্যাধি ও ঝাড়ফুঁক

ইসলাম আমাদেরকে এমন একটি জীবন পদ্ধতি প্রদান করেছে যে, যদি কোনো মানুষ ইসলামের এ নিয়মগুলো ন্যূনতমভাবেও মেনে চলে তবে সাধারণভাবে সে সুস্বাস্থ্য লাভ ও রক্ষা করতে পারবে। পরিমিত পানাহার, পরিচ্ছন্নতা, অলসতা, অশীলতা ও পাপ বর্জন, পরিমিত পরিশ্রম, বিশ্রাম, বিনোদন, ঘুম, স্বাস্থ্য সতর্কতা, পরিবার ও অন্যান্য মানুষের অধিকার পালন, নিয়মিত ইবাদত ও যিকর-দুআর মাধ্যমে আমরা দৈহিক ও মানসিক সুস্থতাময় একটি সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারি।

এরপরও রোগব্যাধি বা অসুস্থতা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিজেদের বা আপনজনদের অসুস্থতা আমাদের প্রায়ই আক্রান্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণ আমাদের অনিয়ম বা অন্যায়। তবে অনেক সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবেও মানুষ সাময়িক রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।

অসুস্থতার সাথে দুআ ও যিকরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সুস্থতা অর্জনে চিকিৎসার পাশাপাশি দুআর কার্যকরিতা পরীক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ অপারগ হওয়ার পর দুআর মাধ্যমে মানুষ সুস্থতা লাভ করেন। বিশেষত জিন বা যাদু সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা এবং মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে যিকর ও দুআর উপরেই নির্ভর করা হয়। এক্ষেত্রে কুসংস্কার, অস্পষ্টতা ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেক মুমিন শিরক ও অন্যান্য পাপে জড়িয়ে পড়েন। এজন্য এখানে এ বিষয়ক কয়েকটি মূলনীতি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

৬. ১. অসুস্থতার মধ্যেও মুমিনের কল্যাণ

অসুস্থতার ক্ষেত্রে মুমিনের সর্বপ্রথম করণীয় অস্থিরতা ও হতাশা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সকল বিপদ, কষ্ট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানী পরীক্ষা, গোনাহের ক্ষমা বা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আসে।

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষা যে, মুমিন দেহ, মন, সম্পদ ও পরিজনের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য সকল প্রকারের সতর্কতা ও নিয়মনীতি পালন করবেন। পাশাপাশি তিনি সর্বদা সর্বান্তকরণে সার্বক্ষণিক সুস্থতা ও সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য দু'আ করবেন। এরপরও কোনো রোগব্যধিতে আক্রান্ত হলে বা কোনোরূপ বিপদাপদে নিপতিত হলে তাকে নিজের জন্য কল্যাণকর বলে সাধ্যমত প্রশান্তির সাথে গ্রহণ করবেন। দ্রুতই অসুস্থতা বা বিপদ কেটে যাবে বলে প্রত্যয়ের

সাথে বিশ্বাস করবেন। জাগতিক জীবনের সামান্য কয়েক দিনের একটু কষ্টের পরীক্ষায় ধৈর্য ও প্রশান্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহর অফুরন্ত রহমত, প্রেম ও অনন্ত জীবনের অভাবনীয় মর্যাদা লাভ করা মুমিনের জন্য বড় নিয়ামত বলে গণ্য।

অধৈর্য মূল অসুস্থতা বা বিপদের কষ্ট কমায় না। উপরন্তু অধৈর্যজনিত হতাশা, অস্থিরতা ও বিলাপের কারণে কষ্ট বৃদ্ধি পায়, মুমিন অফুরন্ত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে পাপে নিপতিত হয়। সর্বোপরি হতাশা ও অস্থিরতার কারণে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও সাওয়াবের আশা মূল বিপদের কষ্ট না কমালেও কষ্টকে সহনীয় করে তোলে, মুমিন অফুরন্ত সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন এবং বিপদ থেকে বের হওয়ার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' এরাই তো তারা যাদের প্রতি তাদের রবের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর এরা সৎপথে পরিচালিত।"[১]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে কিছু বিপদ-কষ্ট প্রদান করেন।"[২]

সুহাইব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ».

মুমিনের বিষয়টি বড়ই আজব! তার সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউই এ অবস্থা অর্জন করতে পারে না। যদি সে আনন্দ-কল্যাণ লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে কল্যাণ লাভ করে। আর যদি

[১] সূরা (২) বাকারা: আয়াত ১৫৫-১৫৭।
[২] বুখারী (৭৮-কিতাবুল মারদা, ১-বাব...কাফ্‌ফারাতিল মারদা) ৫/২১৩৮ (ভারতীয় ২/৮৪২)।

সে বিপদ-কষ্টে পতিত হয় তবে সে ধৈর্য্যধারণ করে এবং এভাবে সে কল্যাণ লাভ করে।"[৩]

আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"যে কোনো ক্লান্তি, অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা, মনোবেদনা, কষ্ট, উৎকণ্ঠা যাই মুসলিমকে স্পর্শ করুক না কেন, এমনকি যদি একটি কাঁটাও তাকে আঘাত করে, তবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গোনাহ থেকে কিছু ক্ষমা করবেন।"[৪]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দেয় বা জ্বর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। তখন রাসূলুলাহ ﷺ বলেন:

لا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"তুমি জ্বর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করো না; কারণ আগুন যেমন লোহার ময়লা দূর করে তেমনি জ্বর পাপ দূরীভূত করে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"মানুষ সুস্থ অবস্থায় নিজ বাড়ি বা শহরে অবস্থান কালে যত নেক আমল করে তার অসুস্থতা বা সফরের অবস্থায়ও তার আমলনামায় অনুরূপ সাওয়াব লেখা হয়।"[৬]

রোগমুক্তি আমাদের কাম্য। এরপরও অনেক সময় মুমিন অসুস্থতার অফুরন্ত সাওয়াবের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার অস্থায়ী অসুস্থতাকেই বেছে নেন। তাবিয়ী আতা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আমাকে বলেন:

أَلا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ (امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ) أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ

[৩] মুসলিম (৫৩-কিতাবুয যুহদ, ১৩-বাবুল মুমিন আমরুহু কুল্লুহু খাইর) ৪/২২৯৫ (ভারতীয় ২/৪১৩)।
[৪] বুখারী (৭৮-কিতাবুল মারদা, ১-বাব...কাফফারাতিল মারদা) ৫/২১৩৭ (ভারতীয় ২/৮৪৩)।
[৫] ইবন মাজাহ (৩১-কিতাবুত তিব্ব, ১৮-বাবুল হুম্মা) ২/১১৪৯ (ভারতীয় ২/২৪৮); আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ ২/২৫৮।
[৬] বুখারী (৬০-কিতাবুল জিহাদ.., ১৩২-বাব ইউকতাবু লিল মুসাফিরি..) ৩/১০৯২ (ভারতীয় ২/৪২০)।

أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا

"আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম: হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাবেন। তিনি বলেন: এ কাল মহিলা (কাবা ঘরের গিলাফ সংলগ্ন লম্বা কাল এ মহিলা)। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি অজ্ঞান হয়ে যায় (epilepsy মুর্ছারোগ/মৃগীরোগ আক্রান্ত) এবং অচেতন অবস্থায় আমার কাপড়চোপড় সরে যায়। আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: তুমি যদি চাও তবে ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর তুমি যদি চাও তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করব। তখন মহিলা বলেন, আমি ধৈর্য ধরব; তবে অচেতন অবস্থায় আমার কাপড় সরে যায়, আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমার কাপড় সরে না যায়। তখন তিনি তার জন্য দুআ করেন।"[৭]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ মহিলাকে দুনিয়ার সাময়িক কষ্টের বিনিময়ে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদ লাভের জন্য উৎসাহ দেন এবং মহিলাও সে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তবে বিষয়টি ইচ্ছাধীন; কোনো মুমিন যদি ঈমানের এরূপ শক্তি অনুভব না করেন, অথবা সুস্থতার মাধ্যমে অন্যান্য ইবাদত করার সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন তবে তিনি অবশ্যই চিকিৎসার চেষ্টা করবেন। সর্বাবস্থায় হতাশা বা অতীত নিয়ে মনোকষ্ট অনুভব করা যাবে না। কখনোই মনে করা যাবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো, অথবা এরূপ না করলে হয়ত এরূপ হতো না। এ ধরনের আফসোস মুমিনের জন্য নিষিদ্ধ। বিপদ এসে যাওয়ার পর মুমিন আর অতীতকে নিয়ে আফসোস করবেন না। বরং আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই নির্দেশনা দিয়েছেন।

৬. ২. চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক

অসুস্থতার ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব চিকিৎসার চেষ্টা করা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুলাহ ﷺ বারবার চিকিৎসার নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন, ঝাড়ফুঁক অনুমোদন করেছেন এবং তাবিজ-তাগা ইত্যাদি নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে উসামা ইবন শারীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا .... الْهَرَمُ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর। আল্লাহ যত রোগ সৃষ্টি

[৭] বুখারী (৭৮-কিতাবুল মারদা, ৬-বাব ফাদল মান ইউসরাউ..) ৫/২১৪০ (ভারতীয় ২/৮৪৪); মুসলিম (৪৫-কিতাবুল বিরর.. ১৪-বাব সাওয়াবুল মুমিন..) ৪/১৯৯৪ (ভারতীয় ২/৩১৯)।

করেছেন সকল রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন, একটিমাত্র ব্যধি ছাড়া ... সেটি বার্ধক্য। হাদীসটি হাসান সহীহ।[৮]

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ বিদ্যমান। যদি কোনো রোগের সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তবে আল্লাহর অনুমতিতে রোগমুক্তি লাভ হয়।"[৯]

এ অর্থে আবূ দারদা (রা), আবূ খুযামা (রা), কাইস ইবন মুসলিম (রা), আব্দুলাহ ইবন মাসঊদ (রা), আবূ হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত।

চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদানের পাশাপাশি তিনি নিজে মাঝে মাঝে ঝাড়-ফুঁক প্রদান করেছেন। রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর ব্যবহৃত বা অনুমোদিত কিছু দু'আ আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। এছাড়া তিনি শিরকমুক্ত সকল দুআ ও ঝাড়ফুঁক অনুমোদন করেছেন।আউফ ইবন মালিক (রা) বলেন, আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। আমরা রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এ সকল ঝাড়ফুঁকের বিষয়ে আপনার মত কী? তিনি বলেন

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

" তোমাদের ঝাড়ফুঁকগুলো আমার সামনে পেশ কর। যতক্ষণ না কোনো ঝাড়ফুঁকের মধ্যে শিরক থাকবে ততক্ষণ তাতে কোনো অসুবিধা নেই।"[১০]

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন:

لَدَغَتْ رَجُلا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّه ِﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِي قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"আমরা রাসূলুলাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছু (scorpion) কামড় দেয়। তখন এক ব্যক্তি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি একে ঝাড়ফুঁক প্রদান করব? তিনি বলেন: তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে তবে সে যেন তা করে।"[১১]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ (ﷺ) তার ঘরে প্রবেশ করেন। এ

[৮] তিরমিযী, আস-সুনান (২৯-কিতাবুত তিব্ব, ২-বাব মা জাআ ফিদ দাওয়) ৪/৩৩৫ (ভারতীয় ২/২৪)।
[৯] মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২৬- বাব লিকুলি-দায়িন দাওয়া) ৪/১৭২৯ (ভারতীয় ২/২২৫)।
[১০] মুসলিম, , (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২২-বাব লা বাসা বির্‌রুকা) ৪/১৭২৭ (ভারতীয় ২/২২৪)।
[১১] মুসলিম, (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২১- বাব ইসতিহবাবির রুকইয়াতি..) ৪/১৭২৬ (ভারতীয় ২/৪১৭)।

সময় একজন মহিলা তাঁকে ঝাড়ফুঁক করছিলেন। তখন তিনি বলেন:

عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ

"তাকে কুরআন দিয়ে চিকিৎসা-ঝাড়ফুঁক কর।" হাদীসটি সহীহ।[১২]

উপরের হাদীসগুলোর আলোকে আমরা দেখছি যে, ঝাড়ফুঁকের দু'টি পর্যায় রয়েছে: মাসনূন ও জায়েয বা মুবাহ। আমরা ইতোপূর্বে সুন্নাত ও জায়েযের পার্থক্য জেনেছি। ঝাড়ফুঁক একদিকে দুআ হিসেবে ইবাদত। অন্যদিকে চিকিৎসা হিসেবে জাগতিক কর্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল দুআ ব্যবহার করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তা মাসনূন ঝাড়ফুঁক হিসেবে গণ্য। এছাড়া যে কোনো ভাষার শিরক-মুক্ত যে কোনো বাক্য বা কথা দ্বারা ঝাড়ফুঁক দেওয়া বৈধ বলে তাঁর নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি।

মাসনূন ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে সর্বদা "ফুঁক" দেওয়া প্রমাণিত নয় এবং জরুরীও নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ম ও অনুমোদন থেকে আমরা দেখি যে, তিনি ঝাড়ফুঁক-এর ক্ষেত্রে কখনো শুধু মুখে দুআটি পাঠ করেছেন, ফুঁক দেন নি। কখনো তিনি দুআ পাঠ করে ফুঁক দিয়েছেন, কখনো লালা মিশ্রিত ফুঁক দিয়েছেন, কখনো ফুঁক দেওয়া ছাড়াই রোগীর গায়ে হাত দিয়ে দুআ পাঠ করেছেন, অথবা দুআ পাঠের সময়ে বা দুআ পাঠের পরে রোগীর গায়ে বা ব্যাথ্যার স্থানে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন এবং কখনো ব্যাথা বা ক্ষতের স্থানে মুখের লালা বা মাটি মিশ্রিত লালা লাগিয়ে দুআ পাঠ করেছেন, অথবা তিনি এরূপ করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

সকল ক্ষেত্রে তিনি সশব্দে দুআ পাঠ করতেন বলেই প্রতীয়মান হয়। এজন্য ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে দুআটি জোরে বা সশব্দে পাঠ করাই সুন্নাত। ঝাড়ফুঁকের আয়াত বা দুআ সশব্দে পাঠের মাধ্যমে সুন্নাত পালন ছাড়াও অন্যান্য কল্যাণ বিদ্যমান। মনে মনে পড়লে অনেক সময় দ্রুততার আগ্রহে দুআর বাক্যগুলো বিশুদ্ধভাবে পড়া হয় না, আর সশব্দে পড়লে পাঠের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়। এছাড়া রোগী ও উপস্থিত মানুষেরা আয়াত বা দুআ শ্রবণের বরকত লাভ করেন এবং তা নিজেরা শিখতে পারেন। আল্লাহর যিকর শ্রবণের মাধ্যমে রোগীর হৃদয়ের প্রশান্তি বাড়ে। সর্বোপরি শিরকযুক্ত বা দুর্বোধ্য-অবোধ্য দুআ পাঠের প্রবণতা রোধ হয়।

কুরআনের আয়াত বা দুআ লিখে তা ধুয়ে পানি পান করার বিষয়ে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তবে সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ থেকে অনেক আলিম তা করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ এরূপ করা "জায়েয" বলে গণ্য করেছেন। তবে শর্ত হলো পবিত্র কালি দিয়ে পবিত্র দ্রব্যে এরূপ আয়াত বা দুআ লিখে তা পানি দিয়ে ধুয়ে পান করা। গোসলের বিষয়ে অনেকে আপত্তি করেছেন। অনেকে মূল বিষয়টিকেই না-জায়েয বলে গণ্য করেছেন।

---

[১২] ইবন হিব্বান, আস-সহীহ ১৩/৪৬৪; আলবানী, সাহীহাহ ৪/৪৩০।

পানি পড়া, তেল পড়া ইত্যাদি বিষয় সুন্নাতে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগীকে ফুঁক দিয়েছেন বা রোগীর সামনে দুআ পাঠ করেছেন। দুআ পড়ে পানি, তেল, কালজিরা, মধু বা অন্য কিছুতে ফুঁক দিয়ে সেগুলো ব্যবহার করার কোনো নমুনা আমরা হাদীসে পাই না। তবে কোনো কোনো সাহাবী থেকে এরূপ কর্ম বর্ণিত। তাবিয়ীগণের যুগেও তা বহুল প্রচলিত ছিল। এজন্য প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফকীহগণ-সহ প্রায় সকল আলিম ও ফকীহ তা বৈধ বলেছেন।

৬. ৩. তাবিজ ও সূতা

ঝাড়ফুঁক ও দুআর মাধ্যমে চিকিৎসা অনুমোদন করলেও তাবিজ, রশি, সুতা ইত্যাদির ব্যবহার রাসূলুলাহ ﷺ বারবার নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রা) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"একদল মানুষ রাসূলুলাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন। তিনি তাদের নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি বলেন, এর দেহে একটি তাবিজ আছে। তখন তিনি তার হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলেন। এরপর তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন: "যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।"[১৩]

আব্দুলাহ ইবনু মাসঊদ (রা)-এর স্ত্রী যাইনাব (রা) বলেন,

انَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ ... وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَدْخَلْتُهَا تَحْتَ السَّرِيرِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ مَا هَذَا الْخَيْطُ قَالَتْ قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيهِ قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لأَغْنِيَاءُ

[১৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৫৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১০৩। আলবানী, সাহীহাহ ১/৮০৯। হাদীসটি সহীহ।

عَنْ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

"ইবনু মাসঊদ (রা) যখন বাড়িতে আসতেন তখন আওয়াজ দিয়ে আসতেন। ... একদিন তিনি এসে আওয়াজ দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসঊদ (রা) ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পান। তিন বলেন, এ কিসের সুতা? আমি বললাম, এ ফুঁক দেওয়া সুতা। যাইনাব বলেন, তখন তিনি সুতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি রাসূলুলাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজ এবং মিল-মহব্বতের তাবীজ শিরক।" যাইনাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসঊদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি পড়ত। আমি অমুক ইহূদীর কাছে যেতাম। সে যখন ঝেড়ে দিত তখন চোখে আরাম বোধ করতাম। তখন ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন: এ হলো শয়তানের কর্ম। শয়তান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোচাতে থাকে। এরপর যখন ফুঁক দেওয়া হয় তখন সে খোচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য তো যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলতেন তা বলবে। তিনি বলতেন: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা প্রদান বা রোগ নিরাময়) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমনভাবে শিফা বা সুস্থতা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা-রোগব্যাধি অবশিষ্ট থাকবে না।"[১৪]

তাবিয়ী ঈসা ইবনু আবি লাইলা বলেন,

دخلنا على عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ أَتَعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

"আমরা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম আবূ মা'বাদ জুহানীকে (রা) অসুস্থ

[১৪] আবূ দাউদ (কিতাবুত তিব্ব, বাব ফী তা'লীকিত তামাইম) ৪/৯ (ভারতীয় ২/৫৪২); আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৩৮১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৪১। হাদীসটি সহীহ।

অবস্থায় দেখতে গেলাম। আমরা বললাম, আপনি কোনো তাবিজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বলেন: আমি তাবিজ নেব? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি কেউ দেহে (তাবিজ জাতীয়) কোনো কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তাবিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়।" হাদীসটি হাসান।[১৫]

তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন:

دَخَلَ حُذَيْفَةُ ﷺ عَلَى مَرِيْضٍ فَرَأَى فِيْ عَضُدِهِ سَيْراً فَقَطَعَهُ أَو انْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ

"সাহাবী হুযাইফা (রা) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান। তিনি লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন[১৬]: অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে।"[১৭]

আবূ বাশীর আনসারী (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। মানুষেরা সবাই যখন বিশ্রামরত ছিল তখন তিনি এক দূত পাঠিয়ে ঘোষণা করেন:

لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ

"কোনো উটের গলায় কোনো রশি, ধনুকের রশি (string, bowstring) বা মালা থাকলে তা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। ইমাম মালিক হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: বদ-নযর থেকে রক্ষা পেতে এরূপ সুতা ব্যবহার করা হতো।"[১৮]

রুআইফি ইবন সাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন:

يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ

"হে রুআইফি, হয়ত তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। তুমি মানুষদেরকে জানাবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার দাড়ি বক্র করে বা গিট দেয়, সুতা, রশি বা ধনুকের রশি লটকায় অথবা গোবর বা হাড় দিয়ে ইসতিনজা করে তবে আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।" হাদীসটি সহীহ।[১৯]

---

[১৫] তিরমিযী (২৯-কিতাবুত তিব্ব, ২৪-বাব কারাহিয়াতিত তা'লীক) ৪/৪০৩ (ভারতীয় ২/১৭); আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৩১০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১৯২।

[১৬] সূরা ইউসূফের ১০৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি।

[১৭] ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৪৯৫।

[১৮] বুখারী (৬০-কিতাবুল জিহাদ..., ১৩৭- বাব.. জারাসি ওয়া নাহবিহী...) ৩/১০৯৪ (ভারতীয় ২/৪২১); মুসলিম (৩৭-কিতাবুল লিবাস, ২৮-বাব কারাহাতি কিলাদাতিল ওয়াতার) ৩/১৬৭২ (ভা ২/২০২)।

[১৯] আবূ দাউদ (কিতাবুত তাহারাহ, বাব মা ইউনহা..) ১/৯ (ভারতীয় ১/৬); নাসাঈ (৪৮-কিতাবুয যীনাহ, ১২- বাব

কূফার প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ফকীহ ইবরাহীম নাখয়ী বলেন:

كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا ، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ.

"তাঁরা (সাহাবীগণ) সকল তাবিজই মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলে গণ্য করতেন, কুরআনের তাবিজ হোক আর কুরআন ছাড়া অন্য কিছু হোক।"[২০]

এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, লিখিত কোনো কাগজ বা দ্রব্য তাবিজ হিসেবে লটকানো, দুআ বা মন্ত্রপূত কোনো সুতা শরীরে ব্যবহার, সাধারণ কোনো সুতা বদ-নযর কাটাতে মানুষ বা প্রাণীর দেহে লটকানো বা মনোবাসনা পূরণ করতে কোথাও সুতা বাঁধা বা লটকে রাখ সবই নিষিদ্ধ ও শিরক।

এ বিষয়ক একটি অতি প্রাচীন শিরক মনোবাসনা পূরণের জন্য ইচ্ছা বা নিয়েত (wish) করে সুতা বেঁধে রাখা। বিশ্বের সকল দেশেই এরূপ কর্ম দেখা যায়। কোনো গাছ, মূর্তি, মন্দির, মাযার, দরগা, জলাশয় বা অনুরূপ স্থানে মনোবাঞ্ছনা প্রকাশ করে (wish করে) সুতা বাঁধা, টাকা ফেলা, নাম বা ইচ্ছা লিখে কাগজ লিখে রাখা ইত্যাদি এ জাতীয় শিরক। আরবের কাফিরদের মধ্যেও এরূপ কর্ম প্রচলিত ছিল। এর একটি দিক ছিল তারা 'যাত আনওয়াত' নামক একটি বৃক্ষে তাদের অস্ত্রাদি টাঙিয়ে রেখে দিত। এ প্রসঙ্গে আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা) বলেন: "মক্কা বিজয়ের পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি। তখন আমরা নও মুসলিম। চলার পথে তিনি মুশরিকদের একটি (বরই) গাছের কাছ দিয়ে যান, যে গাছটির নাম ছিল 'যাত আনওয়াত'। মুশরিকগণ এ গাছের কাছে বরকতের জন্য ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। আমাদের কিছু মানুষ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দেন। তখন রাসূলুলাহ ﷺ বললেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

"সুবহানালাহ! আল্লাহর কসম, মূসার কওম যেরূপ বলেছিল: মুশরিকদের মূর্তির মতো আমাদেরও মূর্তির দেবতা দাও[২১], তোমরাও সেরূপ বললে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত (শিরক ও অবক্ষয়ের পথ ও পদ্ধতি)

আকদিল লিহইয়া) ৩/৫১১ (ভারতীয় ২/২৩৫) আলবানী, সহীহ আবী দাউদ ১/৬৬।

[২০] ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/৩৭৪।

[২১] সূরা (৭) আ'রাফ: ১৩৮ আয়াত।

অনুসরণ করবে।" হাদীসটি সহীহ।[২২]

মুসলিম, হিন্দু, খৃস্টান ও সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই এ শিরক প্রচলিত। চার্চ, মন্দির বা দরগার খাদিমগণ দুবার সেখানে যাওয়ার রীতি প্রচলন করে থাকেন। একবার মনোবাঞ্চনা বলে সুতা বেঁধে আসতে হবে। এরপর বাসনা পূর্ণ হলে দ্বিতীয়বার যে কোনো একটি সুতা খুলে আসতে হবে। এভাবে ভক্ত দুবারই কিছু হাদিয়া-নৈবদ্য নিয়ে যান। এতে পুরোহিত বা খাদিমগণ উপকৃত হন।

আলিম ও ফকীগণ তাবিজের বিষয়ে কিছু মতভেদ করেছেন। তাঁদের মতে তাবিজ দু প্রকারের। প্রথমতঃ যে তাবিজে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য কোনো নাম, শব্দ বা বাক্য, কোনো প্রকারের বৃত্ত, দাগ, আঁক অথবা বিভিন্ন সংখ্যা লেখা হয়। এগুলির সাথে অনেক সময় কুরআনের আয়াত বা হাদীস লেখা হয়। এ প্রকারের তাবিজ ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে হারাম। এগুলোতে শিরক থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কারণ এ সকল দুর্বোধ্য নাম, শব্দ, দাগ বা সংখ্যা শয়তানের নাম, প্রতীক বা শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত বলেই বুঝা যায়। তা না হলে এ সকল অর্থহীন বিষয় তাবিজে সংযুক্ত করার দরকার কী?

দ্বিতীয় প্রকারের তাবিজ যে তাবিজে কুরআনের আয়াত, হাদীসের বাক্য অথবা সুস্পষ্ট অর্থের শিরকমুক্ত কোনো বাক্য লিখে দেওয়া হয়। এ ধরনের তাবিজ ব্যবহার কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী ও পরবর্তী অনেক আলিম ও ফকীহ জায়েয বলেছেন। তাঁরা তাবিজকে ঝাড়ফুঁকের মত একই বিধানের বলে গণ্য করেছেন। বিশেষত অমুসলিম গণক, সন্যাসী ও কবিরাজদের সুস্পষ্ট শিরক থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে কুরআন ও হাদীসের দুআ দিয়ে তাবিজ ব্যবহার অনেক প্রসিদ্ধ আলিম বৈধ বলে গণ্য করেছেন।

অন্যান্য অনেক আলিম দ্বিতীয় প্রকারের তাবিজকেও হারাম বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের হাদীসগুলোতে এরূপ কোনো পার্থক্য ছাড়াই তাবিজ ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে যেরূপ অনুমোদন তিনি প্রদান করেছেন সেরূপ কোনো অনুমোদন তাবিজের ক্ষেত্রে কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না। কাজেই কুরআন, হাদীস বা সুস্পষ্ট অর্থবোধক শিরকমুক্ত বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক বৈধ হলেও এগুলো দ্বারা তাবিজ ব্যবহার বৈধ নয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় তাবিজ ব্যবহার বর্জন করা এবং শুধু ঝাড়ফুঁক ও দুআর উপর নির্ভর করাই মুমিনের জন্য উত্তম ও নিরাপদ। কারণঃ

(১) এতে শিরকে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়। যে

[২২] তিরমিযী (৩৪-কিতাবুল ফিতান, ১৮-বাব ..লাতারকাবুন্না সানানা..) ৪/৪১২-৪১৩ (ভারতীয় ২/৪১)।

বিষয়টি শিরক অথবা জায়েয হতে পারে তা বর্জন করা নিরাপদ।

(২) রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত পালন করা হয়। তাঁরা ঝাড়ফুঁক করেছেন, কিন্তু তাবিজ ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ বর্ণনা নেই।

(৩) ঝাড়ফুঁক ও দুআর মাধ্যমে মুমিনের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক গভীর হয়। মুমিন নিজে কুরআনের আয়াত বা দুআ পাঠ করেন অথবা শুনেন। এতে অফুরন্ত সাওয়াব ছাড়াও আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে আত্মার শক্তি অর্জিত হয়, যা জিন, যাদু ও মনোদৈহিক রোগ দূরীকরণে খুবই সহায়ক।

ঝাড়ফুঁক বা দুআর অর্থ চিকিৎসা পরিত্যাগ নয়। যেহেতু চিকিৎসা গ্রহণ সুন্নাতের বিশেষ নির্দেশনা সেহেতু চিকিৎসার পাশাপাশি দুআ করতে হবে। দুআর মাধ্যমে সঠিক ঔষধ প্রয়োগের তাওফীক লাভ হতে পারে।

৬. ৪. রোগব্যাধি বনাম জিন, যাদু ও বদ-নযর

জিন বা যাদু বাহিত অসুস্থতা ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। সাধারণভাবে চিকিৎসকগণ সকল অসুস্থতাকেই মানসিক বলে গণ্য করেন এবং অনেক সময় জিন বা যাদু অস্বীকার করেন। অপরদিকে ঝাড়ফুঁক বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণ সবকিছুকেই জিন বা যাদুর প্রভাব বলে গণ্য করেন। প্রকৃত বিষয় হলো অসুস্থতা মূলত মানুষের দেহ বা মনের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বৈকল্যের কারণেই হয়। তবে জিন বা যাদুর প্রভাবেও কিছু ঘটতে পারে। অনেক মানুষ নিজের কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জিনগ্রস্থ হওয়ার অভিনয়ও করেন।

স্বাভাবিক মানসিক বা মনোদৈহিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে নিয়মিত যিকর ও দুআ অত্যন্ত ফলদায়ক। আবার জিন বা যাদু সংশিষ্ট অসুস্থতার ক্ষেত্রে ঔষধ ও চিকিৎসায় উপকার পাওয়া স্বাভাবিক। কারণ জিনের প্ররোচনা মানুষের প্ররোচনার মতই মনের মধ্যে ভয়, রাগ, দুশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি অস্থিরতা তৈরি করে, যা মস্তিস্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে ও ক্রমান্বয়ে দৈহিক অসুস্থতায় পরিণত হয়। আর দেহ ও মনের মধ্যে এভাবে যে বৈকল্য সৃষ্টি হয় তা ঔষধে উপশম হওয়াই স্বাভাবিক; তবে জিনঘটিত হলে তা পুরো নিরাময় হয় না।

ইসলাম জিন, যাদু ও বদনজরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। পাশাপাশি সকল দৈহিক বা মানসিক কঠিন রোগকে যাদু বা জিন-বাহিত মনে করার নমুনা আমরা রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের জীবনে দেখতে পাই না। বরং সুন্নাতের নির্দেশনা হলো শারীরিক-মানসিক অসুস্থতাকে জাগতিক বলেই গণ্য করতে হবে এবং এর জাগতিক চিকিৎসার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তবে কখনো কখনো মানুষের অসুস্থতা জিন, যাদু বা 'বদ-নযর'-এর কারণে হতে পারে বলে কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। এজন্য এ বিষয়ক কিছু

সাধারণ তথ্য এখানে উল্লেখ করছি।

৬. ৪. ১. জিন

আরবী (الجِنّ): "জিন্ন" শব্দটির আভিধানিক অর্থ আবৃত, লুক্কয়িত বা গুপ্ত (covered, veiled, concealed, hidden)। ইসলামী পরিভাষায় "জিন্ন" বলতে মানুষের মতই আরেক শ্রেণীর বুদ্ধিমান প্রাণীকে বুঝানো হয়। যদিও মূল আরবী উচ্চারণ "জিন্ন", তবে বাংলায় "জিন" শব্দটিই অধিক ব্যবহৃত। আমরা এখানে "জিন" শব্দই ব্যবহার করব।

মানুষকে মহান আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে তিনি জিন জাতিকে 'মহাপ্রজ্জ্বলিত, অতি-উত্তপ্ত, বিশুদ্ধ, 'বহুরঙ', ধোঁয়ামুক্ত', 'ঝলসানো বায়ুর' (smokeless flame of fire/ intensely hot fire/ essential fire/ blazing fire/ fire of hot wind. /fire of a scorching wind/ many colored flames of fire) আগুন থেকে সৃষ্টি করেন।[২৩] কেউ কেউ অনুমান করেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিবর্তনের এক পর্যায়ে আগুন, বিদ্যুৎ, পারমানবিক উপাদান বা অনুরূপ কিছু থেকে মহান আল্লাহ জিন জাতিকে সৃষ্টি করেন।

কুরআন কারীমে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে বুদ্ধি, বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। জিনগণও মানুষের মতই দীন ও শরীয়তের বিধিবিধান পালনের জন্য আদিষ্ট এবং তারাও দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষদের মতই শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করবে।

মানুষের চিরশত্রু 'ইবলিস' বা 'শয়তান' জিন জাতির সদস্য। সে এবং তার সন্তানগণ ছাড়াও অমুসলিম বা অবিশ্বাসী জিনগণের মূল কর্ম, দায়িত্ব, বিনোদন ও আনন্দ মানুষদেরকে শিরক, কুফর ও অন্যান্য পাপে লিপ্ত করা।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিনগণ আমাদের আশে পাশেই বসবাস করেন। তবে বন-জঙ্গল, বিরাণ প্রান্তর ইত্যাদিতে তারা বসবাস করতে ভালবাসেন। শয়তানের সহচর ও অবিশ্বাসী জিনগণ শিরক-কুফর ও পাপাচার কেন্দ্রিক মন্দির বা ইবাদত-গাহে অবস্থান করতে ভালবাসেন। এছাড়া নাপাক স্থান, মলমুত্রত্যাগের স্থান ইত্যাদিও তাদের প্রিয় স্থান।

জিনদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করে; তাদের খাদ্যের সাথে মানুষের খাদ্যের পার্থক্য রয়েছে; হাড়, গোবর, কয়লা ইত্যাদি তাদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত; তাদের সমাজ, পরিবার, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি রয়েছে; তাদের মধ্যে মুসলিম, অমুসলিম, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী, পাপাচারী, সৎ সকল

[২৩] সূরা (১৫) হিজর: আয়াত ২৭; সূরা (৫৫) রাহমান: আয়াত ১৫।

প্রকারের জিনই বিদ্যমান; তারা রাত্রের চলাচল পছন্দ করে; তাদের আকৃতি রয়েছে, তবে এরা মানুষের দৃষ্টির বাইরে বা অদৃশ্য এবং এরা বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহণ করতে পারে।

এক হাদীসে আবূ সা'লাবা খুশানী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْجِنُّ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلابٌ وَصِنْفٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ

"জিনগণ তিন প্রকার: একপ্রকার জিন যাদের পাখা রয়েছে তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জিন সাপ এবং কুকুর আকৃতির। তৃতীয় প্রকারের জিন যাযাবর: কিছু এক স্থানে বসবাস করে আবার সেখান থেকে চলে যায়।"[২৪]

মানুষের মতই ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা ও অকারণে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান। বরং আগুনের সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা তাদের মধ্যে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তারা মানুষ থেকে কষ্ট পেলে মানুষের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই কষ্ট দেয় বা দিতে চেষ্টা করে।

জিনগণও মানুষের মতই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রাণী। ইচ্ছা করলেই তারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে না বা মানুষের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে মানুষের মত জিনগণও অনেক সময় দুষ্টামি করে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, পাপের আগ্রহে বা মানুষকে শিরক-কুফর বা পাপে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বা যাদুকরের সহযোগিতার জন্য কোনো মানুষের পিছনে লাগে। মানুষের মতই বিভিন্ন ভাবে তাকে প্ররোচনা দেয় বা তার আত্মার উপর প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুষ্ট মানুষকে আমরা দেখতে পাই, সে কথাবার্তার মাধ্যমে আমাদের মনে দুশ্চিন্তা, জিদ, রাগ ইত্যাদি অস্থিরতা সৃষ্টি করে বা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে দুষ্ট জিনকে আমরা দেখতে পাই না। সে অদৃশ্য থেকে আমাদের মনের মধ্যে ঠিক দুষ্ট মানুষের মতই দুশ্চিন্তা, জিদ, রাগ, অস্থিরতা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে বা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে চায়।

চেষ্টা করলেই জিনগণ সফল হয় না। মহান আলাহর তাওহীদ, ইবাদত ও যিকরের মাধ্যমে শক্তিপ্রাপ্ত শক্তিশালী আত্মার উপর তারা সহজে প্রভাব ফেলতে পারে না। প্রবল অস্থিরতার সময়ে মানুষের আত্মা দুর্বল হয়ে যায়। আত্মার এ দুর্বল মুহূর্তে তারা আত্মাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। যে সকল মুহূর্তে সুযোগসন্ধানী জিন মানুষের আত্মার উপর প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) তীব্র ভয়ের সময়, (২) তীব্র রাগের সময়, (৩) তীব্র আনন্দের সময়, (৪) তীব্র বেদনার সময়, (৩) তীব্র যৌন ইচ্ছার সময়,

[২৪] হাদীসটি সহীহ। হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৯৫; আলবানী, সহীহ ওয়া যায়ীফুল জামি ১২/৩৭২।

(৪) অস্বাভাবিক উদাসিনতার সময়, (৫) অস্বাভাবিক অশ্লীলতা বা নাপাকির মধ্যে অবস্থানের সময়। বিশেষত যারা দীন-বিমুখতা, আলাহর যিকর-বিমুখতা বা পাপাচারের মাধ্যমে আত্মাকে দুর্বল করে ফেলেছেন এবং 'কারীন' বা সহচর শয়তানের প্রভাবাধীন হয়েছেন তাদের আত্মার উপরে জিনগণ সহজেই প্রভাব ফেলতে পারে।

একবার কোনোভাবে কারো আত্মা ও মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারলে সে তার এ 'দখল' ছাড়তে চায় না। বরং মানুষের মন নিয়ে খেলাই তার মহা আনন্দ। এভাবে ক্রমান্বয়ে সে মানুষটিকে অসুস্থ করে ফেলে। মূল অসুস্থতা আত্মিক ও মানসিক হলেও ক্রমান্বয়ে তার দেহেও এর প্রভাব পড়তে থাকে।

মানুষ যখন জিনকে ভয় পায় তখন জিন সহজেই তাকে প্রভাবিত করে আনন্দ পায়। জিনকে ভয় পাওয়া মানবীয় দুর্বলতা মাত্র। জিন কোনো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। বরং জিন মানুষদেরকে অধিক ভয় পায়। বিশেষত শক্তিশালী ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারীদেরকে শয়তানগণ ভয় করে। বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন, শয়তান উমার (রা)-কে এত ভয় করত যে, তাঁকে কোনো রাস্তায় চলতে দেখলে সে অন্য রাস্তায় চলে যেত। সহীহ বুখারীতে সংকলিত অন্য হাদীসে আমরা দেখি যে, শয়তান আবূ হুরাইরা (রা)-কে ভয় পাচ্ছিল। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুজাহিদ ইবন জাবর (১০৪ হি) বলতেন:

إنهم يهابونكم كما تهابونهم ... الشيطان أشد فَرَقاً من أحدكم منه، فإن تعرض لكم فلا تَفرُقوا منه فيركبكم، ولكن شدُّوا عليه فإنه يذهب.

"তোমরা জিন বা শয়তানগণ থেকে যেরূপ ভয় পাও তারাও তোমাদের থেকে তেমনি ভয় পায়।...একজন মানুষ শয়তান থেকে যতটুকু ভয় পায় শয়তান মানুষকে তার চেয়েও বেশি ভয় করে। কাজেই কোনো জিন-শয়তান যদি তোমাদের কারো সম্মুখীন হয় তাহলে ভীত হবে না। ভয় পেলে সে তোমার উপর সাওয়ার হবে। বরং তাকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করবে, তাহলে সে চলে যাবে।"[২৫]

উল্লেখ্য যে, মৃত মানুষের আত্মা ভূত-প্রেত হয় বলে যে বিশ্বাস আমাদের সমাজে বিদ্যমান তা সম্পূর্ণই ইসলাম বিরোধী। কোনো মৃত মানুষের আত্মা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে ইত্যাদি বিশ্বাস সবই ইসলাম বিরোধী। তবে শয়তান জিনগণ অনেক সময় মৃত মানুষের রূপ ধরে মানুষদেরকে প্রতারিত করতে চেষ্টা করে।

৬. ৪. ২. যাদু

[২৫] যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৪৫৩; কাযী বদরুদ্দীন শিবলী, আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৮১।

বাংলা যাদু শব্দটি আরবী 'সি'হ্‌র' (السحر) শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। ইংরেজিতে এর অর্থ (magic, black magic, witchcraft, sorcery, wizardry)। ফকীহগণ যাদুর অনেক প্রকার উল্লেখ করেছেন। যেমন ভেল্কিবাজির যাদু, হাতসাফাইয়ের যাদু, তন্ত্র-মন্ত্রের যাদু ইত্যাদি। অবিশ্বাসী বা দুর্বল ঈমান জিন ব্যবহার করে ক্ষমতা অর্জন, ব্যবহার ও মানুষের ক্ষতি করার বিষয়টিই আমরা এখানে আলোচনা করব।

কুরআন ও হাদীসে যাদু ব্যবহারকে কুফর বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাদুর মূল বিষয় যাদুকরের সাথে অবিশ্বাসী জিনের চুক্তি। যাদুকর শিরক ও পাপের মাধ্যমে জিনকে খুশি করবে এবং বিনিময়ে জিন যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত থাকবে বা তার অনুগত কাউকে যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত করবে।

অনেকে ধারণা করেন যে, যাদুকর বা কবিরাজ জিনকে অনুগত করেন। বস্তুত মহান আলাহ তাঁর মহান নবী সুলাইমান (আ)-এর জন্য জিনকে অনুগত করে দেন। সুলাইমান (আ) দুআ করেন যে, তাঁর মত এরূপ ক্ষমতা ও রাজত্ব যেন আর কেউ লাভ না করে।[২৬] স্বয়ং রাসূলুলাহ (ﷺ) সুলাইমান (আ)-এর এ দুআর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জিনকে বন্দী রাখা থেকে বিরত থাকেন।[২৭]

এজন্য জিনের উপর কর্তৃত্ব আর কেউই লাভ করবেন না। যাদুকর মূলত পূজা ও শিরকের মাধ্যমে জিনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। যেমন ধুপ, সুগন্ধি ইত্যাদি উৎসর্গ করা, কোনো পশু বা পাখি জবাই করা, জিন বা শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করা, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি। এগুলো সবই শিরক। অনেক সময় মুসলিম যাদুকরকে বা মুসলিম রোগীদেরকে প্রতারিত করতে শয়তান জিন এরূপ শিরকী মন্ত্রের সাথে কুরআনের আয়াত বা দুআ সংযুক্ত করে রাখে। কুরআনের আয়াত বা দুআর আগে, পরে বা মধ্যে শয়তানের পছন্দনীয় বা অর্চনামূলক দু-একটি বাক্য রেখে দেয়। এরূপ শিরক ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের কুফর ও মহাপাপের মাধ্যমে শয়তানকে সন্তুষ্ট করতে হয়। যেমন কুরআনের অবমাননা, কুরআনের আয়াত উল্টে লেখা, নাপাকি দিয়ে লেখা, জঘন্য অশীলতায় লিপ্ত হওয়া, ঘৃণ্য নাপাকির মধ্যে বা নাপাক অবস্থায় থাকা, মানুষ হত্যা ইত্যাদি।

এ সকল কর্মের মাধ্যমে যাদুকর সামান্য কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করে। যেমন ভেল্কি দেখানো, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত কিছু 'অজানা' বা গায়েবী কথা বলা, মনের কথা বলা, বান-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করা ইত্যাদি। এতে যাদুকর একপ্রকারে

---

[২৬] সূরা (৩৪) সাবাঃ আয়াত ১২-১৪; সূরা (৩৮) সাদঃ আয়াত ৩৫-৩৮।

[২৭] বুখারী (১১-আবওয়াবুল মাসাজিদঃ ৪২-বাবুল আসীরওয়াল গারীম..) ১/৪০৫, (২৭- আবওয়াবুল আমালি ফিস সালাতঃ ১০-বাবু মা ইয়াজুয মিনাল) ১/১৭৬ (ভারতীয় ২/৬৬)।

বিকৃত আত্মতৃপ্তি, আনন্দ ও মর্যাদা লাভ করে। বিনিময়ে শয়তান দু'টি বিষয় লাভ করে: যাদুকরকে জাহান্নামী বানানোর আনন্দ এবং যাদুকরের মাধ্যমে আরো অনেক মানুষকে জাহান্নামী বানানোর আনন্দ।

মহান আল্লাহ বলেন: "সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান কুফুরী করেনি, কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল; তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, 'আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; কাজেই তুমি কুফুরী করো না।' তারা উভয়ের কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিখত, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না। তারা যা শিখত তা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ ওটা কিনবে পরকালে তার জন্য কোন কল্যাণ নাই। ওটা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, যদি তারা জানত!"[২৮]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন: "যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং বলবেন, 'হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানব জাতির (বিভ্রান্ত করার বিষয়ে) অনেক বাড়াবাড়ি করেছিলে। এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের দ্বারা কিছু আনন্দ-উপকার লাভ করেছি এবং এভাবে আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন তাতে উপনীত হয়েছি।' সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, 'জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে,' যদি না আলাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। আপনার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।[২৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 'কিছু কিছু মানুষ কিছু জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের কষ্ট, অকল্যাণ বা বিদ্রোহ বাড়িয়ে দিত।'[৩০]

৬. ৪. ৩. গোপনজ্ঞান ও ভাগ্যগণনা

যাদু ও জিন-সাধনার অন্যতম বিষয় গাইবের বা মানুষের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো গোপন বিষয়ের কথা বলা। মানুষদের চমক লাগানো, নিজের 'কারামত' যাহির করা, মানুষদেরকে আকৃষ্ট করা এবং শিরকে লিপ্ত করার জন্য জিন-সাধকদের বড় অস্ত্র এটি। হাদীসে এদের বিষয়ে দুটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: ক. কাহিন (كَاهِن), খ. আর্‌রাফা (عَرَّاف)। কাহিন অর্থ পুরোহিত, গণক বা ভবিষ্যত-কথক (priest, clergyman, minister, diviner, soothsayer, fortune-teller, predictor)।

---

[২৮] সূরা (২) বাকারা: আয়াত ১০২।
[২৯] সূরা (৫) আন'আম: আয়াত ১২৮।
[৩০] সূরা (৭২) জিন্ন: আয়াত ৬।

আর্‌রাফ অর্থও ভবিষ্যদ্বজ্ঞানী, দৈবজ্ঞ বা ভবিষ্যত-কথক (diviner, fortune-teller, soothsayer, augur)।

বস্তুত প্রত্যেক মানব-সন্তানের সাথে দুজন 'কারীন' বা সহচর থাকেন: একজন জিন ও একজন ফিরিশতা। মানুষ যখন পাপের পথে বেশি অগ্রসর হয় তখন জিন সহচর তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

"যে ব্যক্তি দয়াময় আলাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, তারপর সেই হয় তার 'কারীন' বা সহচর। এরাই মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে, অথচ মানুষেরা মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে! অবশেষে যখন সে আমার কাছে উপস্থিত হবে, তখন সে তার 'কারীন'-সহচরকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত!' কত নিকৃষ্ট সহচর (কারীন) সে!"[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ (وفي رواية: وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ). قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ

"তোমাদের প্রত্যেকের- প্রত্যেক মানুষের- সাথেই একজন করে জিন 'কারীন' বা সহচর নিয়োজিত। (দ্বিতীয় বর্ণনায়: একজন জিন সহচর এবং একজন ফিরিশতা সহচর নিয়োজিত।) সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনার সাথেও কি এরূপ 'কারীন' নিয়োজিত? তিনি বলেন: হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তার বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন; ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে। সে আমাকে ভাল বিষয় ছাড়া পরামর্শ দেয় না।"[৩২]

কোনো মানুষ বা জিন গাইব জানে না। তবে বর্তমান ও অতীতের 'জানা বিষয়গুলো' তারা জানে। একজন মানুষ তার নিজের বিষয়ে যে সকল তথ্য জানে, তার

[৩১] সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৩৬-৩৮ আয়াত।
[৩২] মুসলিম (৫০-সিফাতিল মুনাফিকীন, ১৬-বাব তাহরীশিশ শাইতান) ৪/২১৬৭ (ভারতীয় ২/৩৭৬)।

সার্বক্ষণিক সহচর বা কারীনও সে বিষয়গুলো জানতে পারে। মানুষের জিন সহচর তার এরূপ তথ্যাদি জানে। এ সকল জিন 'কারীন' বা সহচরদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা একজন সফল যাদুকরের বৈশিষ্ট। যাদুকর, গণক, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত জিন-সাধকগণ একজন মানুষের জিন-সহচরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে খুব সহজেই মানুষের অতীত ও বর্তমানের গোপন বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারে। এছাড়া পারিপার্শিক অনেক 'বর্তমান' বিষয় যাদুকর তার অনুগত জিনের মাধ্যমে জেনে নেয়। কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, জিনগণ খুব দ্রুত চলতে পারে[৩৩]। ফলে মুহূর্তের মধ্যে তার মাধ্যমে অনেক তথ্য গ্রহণ করে যাদুকর তা উপস্থিত মানুষদেরকে বলতে পারে।

অতীত ও বর্তমান এরূপ বিষয়াদি ছাড়াও অনেক গাইবী বা ভবিষ্যতের কথাও তারা বলে এবং তাদের কোনো কোনো কথা সত্য হয়। সাহাবীগণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন:

سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَىْءٍ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّىْءِ يَكُونُ حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ ، فَيَقُرُّهَا فِى أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ

"কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পুরোহিত-গণকদের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বলেন: এরা কিছুই নয়। তারা বলে: হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো কখনো কখনো এমন সব কথা বলে যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: জিন (ফিরিশতাগণের কথাবার্তা থেকে) একটি সত্য চুরি করে শ্রবণ করে; এরপর সে মুরগীর মত শব্দ করে করে তা তার ওলীর (সহায়ক বা বন্ধুর) কানের মধ্যে ঢেলে দেয়। তখন জিনের ওলীগণ (যাদুকরগণ) এর সাথে শত মিথ্যা মিশ্রিত করে।"[৩৪]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

[৩৩] সূরা (২৭) নামল: ৩৯ আয়াত।

[৩৪] বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব, ৪৫-বাবুল কাহানাহ) ৫/২১৭৩। পুনশ্চ: ৫/২২৯৪, ৬/২৭৪৮ (ভারতীয় ২/৮৫৭); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ৩৫-তাহরীমিল কাহানাহ) ৪/১৭৫০ (ভারতীয় ২/২৩৩)।

"ফিরিশতাগণ অন্তরীক্ষে বা মেঘে (firmament/clouds) অবতরণ করেন। তখন তাঁরা আসমানে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। শয়তানগণ সংগোপনে কান পেতে তা শ্রবণ করে। এরপর তারা সে কথা পুরোহিত-গণকদেরকে জানায়। তারা এর সাথে নিজেদের থেকে শত মিথ্যা মেশায়।"[৩৫]

জিনগণের সহায়তায় এরূপ গোপন কথা বলা ছাড়াও শূন্যে ভেসে থাকা, অদৃশ্য থেকে কথা বলানো, অদৃশ্য বা শূন্য থেকে কোনো খাদ্য গ্রহণ করা ইত্যাদি 'অলৌকিক' কর্ম এসকল যাদুকরের নিয়মিত অভ্যাস।

স্বভাবতই মানুষেরা এদের এরূপ অলৌকিক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এদেরকে 'সঠিক পন্থী', দৈবজ্ঞ বা 'ওলী-আল্লাহ' বলে মনে করে এবং এদের সহায়তা গ্রহণ করে। এতে দুভাবে ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রথম, আল্লাহ ছাড়া কেউ 'গাইব' জানেন বলে মনে করা। এটি সুস্পষ্ট শিরক।[৩৬] দ্বিতীয়ত, জিন-যাদুতে লিপ্ত মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে শিরকের সাথে স্থায়ী সম্পর্কৃত হয়ে যাওয়া। এজন্য রাসূলুলাহ (ﷺ) এদের কাছে যেতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারের গোপন জ্ঞানের বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের কাছে গমন করতে ইসলামে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا قَال فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍﷺ.

" যদি কেউ কোনো গণক-জ্যোতিষী বা অনুরূপ ভাগ্য বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবর্তীণ দ্বীনের সাথে কুফরী করল।"[৩৭] আবূ হুরাইরা (রা) থেকে একই অর্থে পৃথক সনদে অন্য একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত।[৩৮]

অন্য হাদীসে সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"যদি কেউ কোনো গণক, দৈবজ্ঞ, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার

---

[৩৫] বুখারী (৬৩-কিতাব বাদয়িল খালক, ৬-বাব যিকরিল মালায়িকাহ) ৩/১১৭৫। (ভারতীয় ২/৪৫৬)
[৩৬] বিস্তারিত দেখুন: কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃষ্ঠা ৩৮৩-৩৮৪, ৩৯৫-৩৯৭, ৪৬৬-৪৬৭।
[৩৭] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১১৭। হাদীসটি সহীহ।
[৩৮] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪২৯; আলবানী, সাহীহুত তারগীব ৩/৯৭-৯৮।

সালাত কবুল করা হবে না।"[৩৯]

আমাদের দেশে অনেক ফকীর, কবিরাজ বা তদবিরকারক তথাকথিত 'পীর' এভাবে মানুষদেরকে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত কিছু কথা বলে চমক লাগিয়ে দেন। আমরা অনেক সময় একে 'কারামত' বলে মনে করি। এখানে তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে:

প্রথম বিষয়: কারামত ও যাদুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, কারামত বান্দার ইচ্ছাধীন নয়। নবী বা ওলী মুজিযা বা কারামত নিজের ইচ্ছামত বা সবসময় দেখাতে পারেন না। কখনো কখনো আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তা সংঘটিত করেন।[৪০] পক্ষান্তরে যাদুকর যাদুর মাধ্যমে যা করে তা তার ইচ্ছামত করতে পারে। কাজেই 'তদবীরকারী' ব্যক্তিগণ যা করেন তা নিঃসন্দেহে 'কাহানাহ' অর্থাৎ যাদু ও শয়তান-সাধনা।

দ্বিতীয় বিষয়: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে আমাদের মূল আদর্শ সাহাবীগণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হতো। এজন্য তিনি অনেক কথাই জানাতেন ও বলতেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণ থেকে ঝাড়ফুঁক প্রমাণিত। কিন্তু তাঁরা কখনোই কোনো আগন্তুকের, 'রোগীর' গোপন কথা বলতেন না। বরং এগুলোকে তাঁরা সর্বদা যাদুকর ও গণক-কবিরাজের আলামত হিসেবে গণ্য করতেন। কাজেই যে ফকীর, দরবেশ বা কবিরাজ এরূপ গাইব বলার দাবি করেন তাকে সুনিশ্চিতভাবে জিন-সাধক যাদুকর বা গণক বলে মনে করবেন।

তৃতীয় বিষয়: কোনো 'ওলী-আল্লাহ' থেকে অলৌকিক কিছু ঘটলে তাকে 'কারামত' বলা হয়। আর কোনো 'ফাসিক' বা পাপীর দ্বারা অলৌকিক কিছু ঘটলে ইসলামের পরিভাষায় তাকে 'ইসতিদরাজ' বা 'শয়তানী কর্ম' বলা হয়। 'কারামত' ও 'ইসতিদরাজ' বাহ্যিকভাবে একই রকম। উভয় ক্ষেত্রেই 'অলৌকিক' কিছু ঘটে। এজন্য কার দ্বারা কর্মটি সংঘটিত হয়েছে তা দেখতে হবে। আমরা 'ওলী-আল্লাহ'র পরিচয় পেয়েছি। শিরকমুক্ত ঈমান, বিদআতমুক্ত আমল ও হারামমুক্ত তাকওয়া আলাহর ওলী হওয়ার ন্যূনতম শর্ত। এরূপ ঈমান ও আমলের অধিকারী কোনো ব্যক্তি থেকে অলৌকিক কিছু ঘটে তাকে 'কারামত' বলে গণ্য করা হয়। আর যদি অলৌকিক কর্ম প্রদর্শনকারী বাহ্যত কোনো শিরক, কুফর বা হারাম কর্মে লিপ্ত বলে দেখা যায় তাহলে নিশ্চিত হতে হবে যে, এ কর্মটি 'ইসতিদরাজ' বা শয়তানী কর্ম। কখনোই ভাববেন না যে, লোকটি প্রকাশ্য পাপী হলেও গোপনে হয়ত আল্লাহর ওলী। এ ধরনের চিন্তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। পরবর্তী যুগে এরূপ অনেক গল্প সমাজে পরিচিত। এ সকল গল্প সবই মিথ্যা এবং ভণ্ডদের বানানো।

---

[৩৯] মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ৩৫-তাহরীমিল কাহানাহ) ৪/১৭৫১ (ভারতীয় ২/২৩৩)।

[৪০] দেখুন: সূরা (৬) আনআম: ৫৭-৫৮, ১০৯; সূরা (১০) ইউনুস: আয়াত ২০; সূরা (১৩) রা'দ: আয়াত ৩৮; সূরা (১৪) ইবরাহীম: আয়াত ১১; সূরা (৪০) গাফির/ মুমিন: আয়াত ৭৮....।

৬. ৪. ৪. বদ-নযর

'নযর', 'বদ নযর' বা 'চোখ লাগা' (evil eye) বলতে মানুষ বা জিনের তীব্র ঈর্ষাবিজড়িত দৃষ্টি বুঝায়। এরূপ দৃষ্টি অনেক সময় এক ধরণের অশুভ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে বলে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানিয়েছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

"নযর বাস্তব সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদীর লঙ্ঘন করতে পারত তবে নযর তাকদীর উল্টাতে পারত।"[৪১]

আয়েশা (রা) বলেন,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي فَقَالَ مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي فَهَلاَّ اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ

"রাসূলুলাহ (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করে একটি শিশুর কান্না শুনতে পান। তখন তিনি বলেন: তোমাদের শিশুটির কি হয়েছে? তোমরা তাকে বদ-নযর থেকে ঝাড়ফুঁক দাওনি কেন?"[৪২]

আবূ উমামা আস'আদ ইবন সাহল ইবন হুনাইফ বলেন:

مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ (وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ)

"(আমার পিতা) সাহল ইবন হুনাইফ গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় আমির ইবন রাবী'আহ সেস্থান দিয়ে গমন করেন। তিনি সাহলের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বলেন:

[৪১] মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ৩৫-তাহরীমিল কাহানাহ) ৪/১৭৫১ (ভারতীয় ২/২২০)।
[৪২] আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/৭২; আলবানী, সাহীহাহ ৩/১২২। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এরূপ সৌন্দর্য কখনো দেখিনি! কোনো কুমারী মেয়ের চামড়াও এত সুন্দর নয়! এর পরপরই সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনয়ন করা হয় এবং তাঁকে বলা হয়: সাহলকে দেখুন, সে তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন: কার প্রতি তোমাদের সন্দেহ হয়? তারা বলেন: আমির ইবন রাবী'আহ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কেন তোমাদের কেউ কেউ তার ভাইকে হত্যা করে? তোমরা তোমাদের কোনো ভাইয়ের কোনো বিষয়ে অবাক ও বিস্মিত হলে তার জন্য বরকতের দু'আ করবে। এরপর তিনি কিছু পানি আনয়নের নির্দেশ দেন এবং আমিরকে নির্দেশ দেন এ পানিতে ওযু করতে, তার মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দু হাত, দুই হাঁটু এবং তার লুঙ্গির অভ্যন্তরভাগ। এরপর তাকে নির্দেশ দেন এ পানি তার (সাহলের) দেহে ঢেলে দিতে (তার পিছন দিক থেকে তার উপর পানির পাত্র উল্টে দিতে বলেন)।" হাদীসটি সহীহ।[৪৩]

এ হাদীস থেকে আমরা জানছি যে, নিজের বা কারো কোনো নিয়ামত দেখে চমৎকৃত হলে বরকতের দুআ করতে হবে। বরকতের দুআর বাক্য এ হাদীসে বা অন্য কোনো সহীহ হাদীসে নেই। তবে কয়েকটি যয়ীফ হাদীস এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের আমল থেকে জানা যায় যে, "মা- শা-আল্লাহ, লা- কুওয়াতা ইলা- বিল্লাহ', 'আল্লাহুম্মা বারিক ফীহি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দুআ করা উচিত।

৬. ৫. জিন-যাদু: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

যাদু বা জিন কাটানোর জন্য তিনটি পথ বিদ্যমান:

৬. ৫. ১. শিরক কবুল করা

আমরা জেনেছি যে, মানুষকে জাহান্নামী বানানোই শয়তান জিনগণের একমাত্র সাধনা। এতেই তাদের চরম ও পরম আনন্দ, বিনোদন ও শান্তি। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম পথ যাদু ও মানুষের উপর আসর করা। এজন্য যাদুকর বা কবিরাজ যখন রোগীকে শিরকে নিপতিত করে বা নিজে শিরকের মাধ্যমে জিনের কাছে আবেদন করে তখন যাদু বা জিন কেটে যেতে পারে। কারণ এতে জিনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়; রোগী জেনে বা না জেনে শিরকে নিপতিত হয় এবং শিরকপন্থী ফকীর, কবিরাজ বা ওঝার প্রতি ভক্তি এবং তার কর্মকে সমর্থন করে স্থায়ীভাবে শিরকের সাথে জড়িত হয়।

৬. ৫. ২. অন্য জিন ব্যবহার করা

এ পদ্ধতি ইসলাম সম্মত নয়; কারণ: (ক) মানবীয় কোনো কাজে জিনদের

[৪৩] ইবন মাজাহ (৩১-কিতাবুত্তিব, ৩২-বাবুল আইন) ২/১১৬০ (ভারতীয় ২/২৫০); মালিক, আল-মুআত্তা ২/৩৯৮-৩৯৯; আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ ২/২৬৫।

সহযোগিতা চাওয়া ইসলাম সমর্থিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবী-তাবিয়ীগণ দুআ, তদবীর, যাদু কাটানো, জিন তাড়ানো, জিহাদ, দাওয়াত বা ইসলামের অন্য কোনো কাজে কখনোই কোনো জিনের সহযোগিতা গ্রহণ করেন নি। (খ) সাধারণভাবে শিরকী কর্ম ছাড়া জিনের সক্রিয় ও নিয়মিত সহযোগিতা লাভ করা যায় না। জিনগণও মানুষদের মতই। মুত্তাকী মুসলিম জিনগণ সাধারণত নিরিবিলি ইবাদত-বন্দেগি ও নিজের কর্মে ব্যস্ত থাকেন। শয়তান ও দুষ্ট জিনগণ সাধারণত মানুষের ভক্তি, অর্চনা বা শিরকের বিনিময়ে তাকে সহযোগিতা করে।

৬. ৫. ৩. আলাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ ও দুআ

এ পদ্ধতিতে জিন বা যাদু কাটানো ইসলাম অনুমোদন করে। তবে সমাজের সাধারণ মুমিনগণ সাধারণত যে কোনো কঠিন অসুস্থতাকেই জিন বা যাদু ঘটিত বলে মনে করেন এবং দ্রুতই কোনো কবিরাজ বা ফকিরের কাছে গমন করেন। এতে একদিকে যেমন সঠিক চিকিৎসা ব্যাহত হয়। অপরদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাপাপে জড়িত হতে হয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফকির ও কবিরাজগণ জিন বা যাদুর সাহায্যে যাদু কাটান। এভাবে তারা নিজেরাও দুভাবে শিরক-কুফর বা মহাপাপে নিপতিত হন: (১) যাদুর ব্যবহার এবং (২) যাদুর ব্যবহারের জন্য কোনো না কোনোভাবে শয়তানের উপাসনায় অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা।

আমরা দেখেছি, কুরআনে যাদুর ব্যবহার, শিক্ষা ও শিক্ষাদানকে কুফরী এবং আখিরাতের অনন্ত শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জিনদের আশ্রয়গ্রহণ ও জিন-ইনসানের পারস্পরিক আনন্দ উপকার লাভকেও জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদুর ব্যবহার থেকে সতর্ক করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ مَنْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسِحِّرَ لَهُ

"যে ব্যক্তি অশুভ-অযাত্রা নির্ণয় করে এবং যার জন্য তা করা হয়, যে ব্যক্তি ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কথা বলে এবং যার জন্য তা বলা বা গণনা করা হয় এবং যে ব্যক্তি যাদু ব্যবহার করে এবং যার জন্য যাদু ব্যবহার করা হয় তারা কেউ আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" হাদীসটি সহীহ।[৪৪]

যাদু কাটানোর জন্য যে যাদু ব্যবহার করা হয় তাকে আরবীতে "নাশরাহ' (প্রকাশ করা, উন্মুক্ত করা) বলে। জাবির (রা) বলেন:

[৪৪] আলবানী, সহীহুল জামি ২/৯৫৬, নং ৫৪৩৫।

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'নাশরাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: এটি শয়তানের কর্ম।" হাদীসটি সহীহ।[৪৫]

এজন্য মুমিনের দায়িত্ব বিপদে-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা এবং ঈমানের সংরক্ষণ-সহ সুস্থতা অর্জনের চেষ্টা করা। যাদুকর বা জিন-সাধকদের মাধ্যমে চিকিৎসার চেষ্টা করে মুমিন ঈমান হারানোর পাশাপাশি অর্থ হারান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো স্থায়ী সুস্থতা লাভ করতে পারেন না।

৬. ৬. যাদুকরের পরিচয়

মুসলিম সমাজে জিন বা যাদুর চিকিৎসাকারী ব্যক্তি সর্বদা কিছু কুরআনের আয়াত ও দুআ-দরুদ পাঠ করেন। এর পাশাপাশি অনেকেই শয়তানের ইবাদত-মূলক কিছু কর্ম করেন। সাধারণ মুসলিম বুঝতে না পেরে একে কুরআন-ভিত্তিক চিকিৎসা বলে মনে করেন। এজন্য এখানে যাদুর কিছু আলামত ও পরিচয় উল্লেখ করছি:

১. রোগীর সমস্যাগুলো তার কাছ থেকে না শুনে নিজে থেকেই বলা বা রোগীর গোপন বা গাইবী কথা বলা।
২. রোগীর নাম ও মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করা
৩. রোগীর সাথে সম্পর্কিত কোনো বস্তু গ্রহণ করা। যেমন কাপড়, টুপি, রুমাল ইত্যাদি।
৪. জবাই করার জন্য কোনো প্রাণী বা পাখী চাওয়া। এগুলো সাধারণত আলাহর নাম না নিয়ে জবাই করা হয়। অথবা আল্লাহর নামের সাথে কবিরাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনের ভক্তি প্রকাশক কথা বলা হয় এবং তাকে খুশির উদ্দেশ্যেই জবাই করা হয়। এর রক্ত অসুস্থ ব্যক্তিকে বা অসুস্থতার স্থানে মাখানো হয় বা কোনো বিরান স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সাদাকা বা গরীবদের মধ্যে দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে গরু-ছাগল ইত্যাদি জবাই করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।
৫. অস্পষ্ট, রহস্যময় বা অবোধ্য কথা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা। অনেক সময় কুরআনের কিছু অংশ সুস্পষ্টভাবে পাঠ করে এরপর বিড়বিড় করে এসকল রহস্যময় তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা হয়।
৬. চতুর্ভুজ নকশা, বিভিন্ন সংখ্যা অথবা অস্পষ্ট-রহস্যময় কোনো কিছু লিখে তাবিজ দেওয়া।
৭. ছিন্ন ছিন্ন অক্ষর লিখে তাবিজ বা নকশা বানিয়ে রোগীকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া বা কোনো পাথরে এরূপ নকশা বা তাবিজ লিখে তা ধুয়ে পান করতে

[৪৫] আবূ দাউদ(কিতাবুত তিব্ব, বাবুন ফিন নাশরাহ) ৪/৫ (ভারতীয় ২/৫৪০); মুসনাদ আহমদ ৩/২৯৪।

বলা।

৮. রোগীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্ধকার ঘরে একাকী রাখা অথবা নির্ধারিত কয়েকদিন পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা।

৯. রোগীকে কোনো বস্তু পুঁতে রাখার নির্দেশ দেওয়া

১০. পাতা বা কোনো দ্রব্য জ্বালিয়ে রোগীকে তার ধোঁয়া গ্রহণ করতে বলা।

যাদের মধ্যে এ জাতীয় কোনো আলামত দেখবেন তাদের কাছে গমন থেকে বিরত থাকবেন। জিন-সাধক যাদুকরগণ একবার কাউকে পেলে তাদের জিনদের দিয়ে স্বপ্ন, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বদা তাকে বশ রাখতে চেষ্টা করেন। এজন্য এদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে হবে।

শয়তানের মূল কর্ম মানুষদেরকে শিরক ও পাপের মাধ্যমে জাহান্নামী করা। উপরে ইবন মাসঊদ (রা)-এর হাদীসে আমরা দেখেছি যে, শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে অসুস্থতার অনুভূতি তৈরি করে। এরপর শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক বা তদবীরের কারণে সে তার কর্ম বন্ধ করে। এভাবে সে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে। এজন্য যাদু-টোনা কাটাতে বা যে কোনো অসুস্থতা বা সমস্যার ক্ষেত্রে যাদুকর বা জিনসাধক কবিরাজের কাছে যাওয়ার অর্থ শয়তানের উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং স্থায়ীভাবে শিরকের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করা। এ সকল মানুষদের কাছে সামান্য উপশম পেলেও সাধারণত কখনোই স্থায়ী আরোগ্য লাভ হয় না। শুধুই শিরকে নিপতিত হয়ে ঈমান হারাতে হয়। বারবার অসুস্থতা ফিরে আসে এবং বারবার শিরকের মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়। আর মুমিনের ঈমানের দাবি হলো চিরস্থায়ী সুস্থতার নিশ্চয়তা পেলেও ঈমানের বিনিময়ে তা গ্রহণ করতে তিনি কখনোই রাযী হবেন না।

অপর দিকে সুন্নাত সম্মত দুআ ও ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসার মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেন। নিয়মিত দুআর মাধ্যমে অফুরন্ত সাওয়াব এবং আল্লাহর বেলায়াত অর্জন করেন। পাশাপাশি কমবেশি সম্পূর্ণ বা আংশিক জাগতিক সুস্থতাও তিনি অর্জন করেন।

৬. ৭. জিন, যাদু ও রোগব্যাধি প্রতিরোধের মাসনূন পদ্ধতি

মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতার অন্যতম দিক অনিয়ম করে বিপদে পড়ার পর উদ্ধার লাভের চেষ্টা করা। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ক বহুবিধ অনিয়ম করে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত হন। পক্ষান্তরে সচেতন মানুষ নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসুস্থতা থেকে মুক্ত থাকেন।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসা (spiritual healing) বা দুআ-তদবির ও ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খুবই প্রকট। কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত জীবনযাত্রা ও নিয়মানুবর্তিতার

মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই সার্বক্ষণিক আলাহর রহমত এবং বিপদাপদ, জিন ও যাদু থেকে সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ লাভ করতে পারি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সুন্নাহ নির্দেশিত নিয়মনীতির বিপরীত চলে বিপদাপদে নিপতিত হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য অস্থির হয়ে বিপদকে আরো গভীর করেন। এ বইয়ে পাঠক মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সার্বক্ষণিক রহমত ও সংরক্ষণ লাভের জন্য মুমিনের করণীয় সম্পর্কে অনেক বিষয় জানতে পেরেছেন। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

৬. ৭. ১. আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাগতিক শাস্তির কর্ম বর্জন

মুমিনের উচিত সকল প্রকার কবীরা গোনাহ বর্জনের জন্য চেষ্টা করা। কোনো কারণে গোনাহে লিপ্ত হলে যথাশীঘ্র তাওবা করা। গোনাহের কারণে মুমিন আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করেন, রহমত থেকে বঞ্চিত হন, তার আত্মা দুর্বল হয় এবং জিন-যাদুর প্রভাবে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিশেষত যে গোনাহের কারণে আল্লাহ আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতেও শাস্তি দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো সর্বাত্মকভাবে বর্জন করা। এসকল পাপের মধ্যে রয়েছে:

১. পিতামাতার অবাধ্যতা ও কোনোভাবে তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া।
২. রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা।
৩. কোনো মানুষের অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা, জুলুম বা অবিচার করা।
৪. অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া বা অশ্লীলতার প্রসারে সহায়তা করা।
৫. সূদ খাওয়া বা সূদী লেনদেনে জড়িত থাকা।
৬. ধার্মিক মানুষদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।

৬. ৭. ২. বিশেষ রহমত ও জাগতিক বরকতের কর্ম পালন

সুস্থতা ও বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির কারণগুলো বর্জনের পাশাপাশি আলাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও যিকরের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সার্বক্ষণিক রহমত ও সংরক্ষণ লাভ করা প্রয়োজন। বিশেষত যে সকল কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ জাগতিক জীবনে বিশেষ রহমত ও বরকত প্রদাণ করেন সেগুলোর পালন করা অতীব প্রয়োজন। আমরা এ বইয়ের বিভিন্ন স্থানে এরূপ কিছু কর্মের কথা প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

৬. ৭. ২. ১. ফরয সালাতের নিয়মানুবর্তিতা

আমরা দেখেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার শয়তান 'কারীন' বা সহচর তার নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করে। এজন্য ন্যূনতম ফরয সালাতগুলো ঠিকতম আদায় না করলে মানুষ শয়তান জিনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, বিশেষত ফজরের সালাত জামাতে আদায় করা এবং কোনোভাবে সালাত কাযা না করা আল্লাহর সংরক্ষণ ও যিম্মাদারি লাভের অন্যতম উপায়। ফরয সালাত কাযা

করলে মহান আলাহর যিম্মাদারি চলে যায়। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে সে ব্যক্তি সারাদিন মহান আল্লাহর যিম্মাদারির মধ্যে থাকবে। কেউ এ ব্যক্তির ক্ষতি করলে আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা বিষয়গুলো প্রমাণিত।

৬. ৭. ২. ২. পিতামাতার খেদমত ও আত্মীয়তার দায়িত্ব পালন

পিতামাতা ও আত্মীয়দের, বিশেষত রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের দায়িত্ব পালন ও তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম ইবাদত। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, পিতামাতার খেদমত এবং আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের কারণে আল্লাহ মুমিনের আয়ু বৃদ্ধি করেন এবং জাগতিক বরকত ও হিফাযত বা সংরক্ষণ প্রদান করেন।

৬. ৭. ২. ৩. মানুষের সেবা, দান ও সহযোগিতা

মহান আলাহর বিশেষ রহমত, বরকত ও সন্তুষ্টি লাভের প্রধান উপায় তাঁর সৃষ্টির সেবা ও সহযোগিতা। যে কোনোভাবে মানুষের উপকরা করা, মাযলুম ও অসহায়কে সাহায্য করা, বিপদে মানুষের পাশে দাড়ানো, অর্থ বা মুখের কথায় মানুষকে সাহায্য করা, মানুষের অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করা ইত্যাদি কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এতে অভাবনীয় সাওয়াব ছাড়াও জাগতিক জীবনে আল্লাহর রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। বিশেষত গোপন দান ও সহযোগিতা। এতে আল্লাহ আখিরাতের সাওয়াব ছাড়াও দুনিয়াতে বিপদাপদ দূর করেন ও বিশেষ রহমত প্রদান করেন। এ সকল অর্থে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত। বস্তুত এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের।

৬. ৭. ২. ৪. তাহাজ্জুদ ও চাশতের সালাত

আমরা দেখেছি যে, সালাতুদ্দোহা বা চাশতের সালাতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু রাকআত সালাতুদ্দোহা মানুষের সারাদিনের সাদাকা ও কৃতজ্ঞতার জন্য যথেষ্ট। তিনি আরো বলেছেন, সকালে চার রাকআত সালাতুদ্দোহা আদায় করলে মহান আল্লাহ সারাদিন তার জন্য যথেষ্ট হবেন। এজন্য সারাদিনের হিফাযত ও সংরক্ষণ লাভের জন্য সালাতুদ্দোহার বিষয়ে মুমিনের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদের সালাতের মাধ্যমে মুমিন অফুরন্ত সাওয়াব লাভের পাশাপাশি দুআ কবুলের সুযোগ লাভ করেন। এছাড়া আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামুল্লাইল "দেহ থেকে রোগব্যাধির বিতাড়ন"। এজন্য মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে মুমিন কিয়ামুল্লাইল নিয়মিত পালন করবেন। এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব ছাড়াও তিনি আল্লাহর মেহেরবানিতে রোগমুক্তি লাভ করবেন।

৬. ৭. ২. ৫. বাড়িতে ইবাদত ও তিলাওয়াত

আল্লাহর যিকর শয়তান জিনদেরকে বিতাড়িত করে। আমরা দেখেছি যে,

সকল প্রকারের ইবাদতই আল্লাহর যিকর। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাত, যিকর, দরুদ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত বাড়িতে পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন। যে বাড়িতে এরূপ ইবাদত পালন হয় না তা 'গোরস্তানের' মতই জিন-শয়তানদের বিচরণস্থলে পরিণত হয়। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ (يَفِرُّ) مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ

"তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোকে কবরস্থান বানাবে না; যে বাড়িতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সে বাড়ি থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।"[৪৬]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, অনেক মুমিন কুরআন তিলাওয়াতের পরিবর্তে কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশ ঘরে বা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখাকেই নিরাপত্তা বা হেফাযত বলে গণ্য করেন। এরূপ কর্ম মূলত আল্লাহর যিকরের সাথে উপহাস মাত্র। সকালে ১০০ বার 'তাহলীল' পাঠ বা ২/৪ রাকআত সালাতুদ্দোহা আদায় না করে ১০০ বার তাহলীল বা চার রাকআত সালাতুদ্দোহা লিখে ঘরে টাঙিয়ে দেওয়ার মতই একটি উদ্ভট কর্ম।

যিকর বা তিলাওয়াতের দ্বারা মুমিন অফুরন্ত সাওয়াব ও বরকত লাভের পাশাপাশি আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে নিজ আত্মাকে শক্তিশালী করেন এবং এরূপ সাওয়াব ও শক্তির প্রভাবে তার বাড়ি থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যে বাড়িতে প্রবেশকালে, শয়নকালে, খাদ্য গ্রহণের সময়, বসার সময় বা সকল কর্মে আল্লাহর যিকর করা হয় শয়তান সেখান থেকে চলে যায়। বিষয়টি মূলত মুখে ও মনে যিকর করার সাথে জড়িত; 'যিকর' লিখে টাঙিয়ে রাখার সাথে এর সম্পর্ক নেই।

৬. ৭. ২. ৬. ইসতিগফার, দুআ ও যিকর

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, অধিক পরিমাণে ইসতিগফার ও দুআর কারণে মহান আল্লাহ পার্থিব জীবনে বরকত ও কল্যাণ প্রদান করেন। এছাড়া সার্বক্ষণিক যিকরের মাধ্যমে মুমিনের আত্মা শক্তিশালী হয় এবং যিকরকারী হৃদয়ের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

৬. ৭. ২. ৭. নাপাকি ও দুর্গন্ধ বর্জন এবং পবিত্রতা গ্রহণ

দুষ্ট ও শয়তান জিনগণ নাপাকি ও দুর্গন্ধ পছন্দ করে। এজন্য ধুমপান করা, দীর্ঘসময় দুর্গন্ধময় থাকা, অস্বাভাবিকভাবে নাপাক থাকা বা নাপাকির মধ্যে থাকা বর্জন করা উচিত। এর বিপরীতে মুমিনের উচিত যথাসম্ভব পবিত্র ও ওযূ অবস্থায় থাকা। আমরা

[৪৬] মুসলিম (৬-সালাতুল মুসাফিরীন, ২৯- ইসতিহবাব সালাতিন নাফিলা..) ১/৫৩৯ (ভারতীয় ২/৪১৩)।

শয়নের যিকর প্রসঙ্গে দেখেছি যে, ওযূ অবস্থায় ঘুমালে সারারাত একজন ফিরিশতা উক্ত ব্যক্তির বিছানায় থাকেন এবং দুআ করেন।

৬. ৭. ২. ৮. তীব্র ক্লান্তি ও রাগের মুহূর্তে সতর্কতা

তীব্র ক্রোধ, ভয়, অবসাদ ইত্যাদির সময়ে শয়তান মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। কখনো ক্ষণিকের জন্য এবং কখনো স্থায়ীভাবে। এজন্য এরূপ সময়ে মুমিনকে সতর্ক হতে হয়। আমরা দেখেছি যে, ক্রোধের সময় সতর্ক হতে এবং 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' বলতে শিখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

অনুরূপভাবে মানুষ ক্লান্তি ও অবসন্নতার সময়ে হাই তোলে। তীব্র ক্লান্তি ও অবসাদের মুহূর্তে একটু সচেতনতা ও সতর্কতা শয়তানের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ((فِي الصَّلاةِ فَلْيَكْظِمْ...)؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ

"যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে (সালাতের মধ্যে হাই তুলবে) তখন যে যেন যথাসাধ্য তা নিয়ন্ত্রণ করে, সে যেন তার হাতটি মুখের উপর ধরে: কারণ মুখের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে।"[৪৭]

৬. ৭. ২. ৯. সন্ধ্যা ও রাতের সতর্কতা

রাতে আঁধারে শয়তানদের বিচরণ বেড়ে যায়। এজন্য শিশুদেরকে সংরক্ষণ করা, বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করা, বিসমিল্লাহ বলে খাদ্য ও পানীয়ের পাত্রগুলোর মুখ বন্ধ করা বা আবৃত করা সুন্নাহ নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا (مُغْلَقاً) وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً)

"যখন রাত্রের আঁধার শুরু হবে তখন তোমাদের শিশুদেরকে (বহির্গমন থেকে)

[৪৭] মুসলিম (৫৩-কিতাবুয যুহদ, ৯- বাব ..তাশমীতিল আতিশ) ৪/২২৯৩ (ভারতীয় ২/৪৬৩)।

বিরত রাখবে; কারণ শয়তানরা এ সময় ছড়িয়ে পড়ে। যখন ইশার কিছু সময় পার হয়ে যায় তখন তাদের অনুমতি দিবে। আর তোমার দরজা বন্ধ রাখবে এবং আল্লাহর নামের যিকর করবে; তোমার প্রদীপটি নিভিয়ে দেবে; তোমার পানির মশকের মুখ বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নামের যিকর করবে; তোমার খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে রাখবে এবং আল্লাহর নামের যিকর করবে। পাত্র পূর্ণরূপে আবৃত করতে না পারলে অন্তত তার উপর কিছু আড় করে রেখে দেবে। কারণ শয়তান বন্ধ পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না, বন্ধ দরজা খুলতে পারে না এবং পাত্রকে অনাবৃত করতে পারে না।"[৪৮]

৬. ৭. ২. ১০. পর্দাপালন ও বহির্গমনে সুগন্ধি পরিত্যাগ

নারীর জন্য পর্দা পালন জিন-শয়তানের আক্রমণ রোধের অন্যতম উপায়। বেপর্দা বা উগ্র সাজ-গোজের একজন নারীকে "উত্যক্ত" করতে একজন দুষ্ট পুরুষ যেমন আগ্রহবোধ করে, একজন দুষ্ট জিনও তেমনি আগ্রহবোধ করে। পার্থক্য হলো, পুরুষ উত্যক্তকারীকে দেখা যায়; আর জিন উত্যক্তকারীকে দেখা যায় না। সেও বিভিন্নভাবে উক্ত নারীকে সৌন্দর্যের প্রতি নিজের আকর্ষণ প্রকাশ করতে ও নারীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এ চেষ্টা অনেক সময় উক্ত নারীর জন্য স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"নারী আবরণীয়; কাজেই সে যখন বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে।" হাদীসটি সহীহ।[৪৯]

মেয়েদেরকে সুগন্ধি মেখে বাইরে যেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"যে নারী সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যেন মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে, সে মহিলা ব্যভিচারিণী।" হাদীসটি সহীহ।[৫০]

যাইনাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেন,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا

"যখন তোমাদের কেউ- কোনো নারী মসজিদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন

---

[৪৮] বুখারী (৬৩-বাদউল খালক, ১১- সিফাত ইবলীস ওয়া জনূদিহী) ৩/১১৯৫ (ভা ২/৪৬৩); মুসলিম (৩৬-কিতাবুল আশরিবা, ১২-বাবুল আমর বিতাগতিয়াতিল...) ৩/১৫৯৪ (ভারতীয় ২/১৭০)।

[৪৯] তিরমিযী (১০-কিতাবুর রিদা, ১৮-বাব) ৩/৪৭৬ (ভারতীয় ২/২২২); সহীহ ইবন হিব্বান ১২/৪১৩।

[৫০] তিরমিযী (৪৪- কিতাবুল আদাব, ৩৫-বাব কারাহাতি খুরূজিল মারআ) ৫/৯৮-৯৯ (ভারতীয় ২/১০৬); নাসাঈ ৪/৫৩২; আবূ দাউদ ৪/৭৭; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৩০।

সুগন্ধি স্পর্শ না করে।"[৫১]

৬. ৭. ৩. হিফাযত বিষয়ক মাসনূন যিকর পালন

বিপদ-আপদ, ক্ষয়ক্ষতি ও অসুখ-বিসুখ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব মাসনূন দুআ ও যিকরগুলো সুন্নাত পদ্ধতিতে নিয়মিত পালন করা। এ সকল যিকর ও দুআগুলো পালনের মাধ্যমে অফুরন্ত সাওয়াব, মহান আল্লাহর বেলায়াত, দুনিয়া আখিরাতের বরকত ও রহমত লাভ ছাড়াও মুমিন আত্মিক ও মানসিক শক্তি ও স্থিতি অর্জন করেন। আর এরূপ কোনো মানুষের অন্তরে জিন বা যাদু প্রভাব ফেলতে পারে না। সর্বোপরি কিছু দুআ ও যিকর দ্বারা জিন, যাদু অমঙ্গল ও রোগব্যাধি থেকে আল্লাহ হেফাযত করেন বলে আমরা দেখেছি। এ বইয়ের বিভিন্ন স্থানে এ সকল দুআ ও যিকর উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি:

প্রথম: সকল বিষয় আল্লাহর নামে শুরু করা। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম নেওয়া ও কল্যাণের দুআগুলো পাঠে অভ্যস্থ হওয়া। ইসতিনজায় গমনের দুআ (যিকর নং ৩৩), বাড়ি থেকে বেরোনোর দুআ (যিকর নং ৭৩ ও ৭৪), বাড়ি প্রবেশের দুআ (যিকর নং ৭৫ ও ৭৬), মসজিদে গমন, প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ (যিকর নং ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১)। স্ত্রী গ্রহণের দুআ (যিকর নং ২০৬), দাম্পত্য সম্পর্কের দুআ (যিকর নং ২০৮) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়: সকাল সন্ধ্যার সংরক্ষণের দুআ (যিকর নং ৯৫: ১০০ বার, যিকর নং ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬ ও ২২১), সকাল-সন্ধ্যায়, শয়নকালে ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর আয়াতুল কুরসী (যিকর ১০১, ১২৯, ১৪৮) সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস (যিকর নং ১০২, ১৩০, ১৫১, ১৫২)।

তৃতীয়: শয়নের সময় সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত (যিকর নং ১৪৯), শয়নের সময় সংরক্ষণের দুআ (যিকর নং ১৫৮, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮)।

চতুর্থ: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে ও সর্বদা নিয়মিত নিম্নের দুআগুলো (যিকর নং ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ১০৫, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৪৪, ১৭৫, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১২২)

৬. ৮. জিন, যাদু ও রোগব্যাধি প্রতিকারে মাসনূন ঝাড়ফুঁক

রোগব্যাধির মাসনূন কিছু ঝাড়ফুঁক আমরা পরে উল্লেখ করব। রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের জীবনে যাদু ও জিন ঘটিত চিকিৎসার ঘটনা খুবই কম। নিম্নের কয়েকটি ঘটনা থেকে এ বিষয়ক মাসনূন দুআ বা কর্ম জানা যায়।

---

[৫১] মুসলিম (৪-কিতাবুস সালাত, ৩০-বাব খুরুজিন নিসা) ১/৩২৮ (ভারতীয় ২/১৮৩)।

রাসূলুলাহ (ﷺ) নিজের যাদু যারা আক্রান্ত হন। লাবীদ ইবনুল আ'সাম নামে একজন ইহূদী- যে মুনাফিকরূপে ইসলাম গ্রহণ করেছিল- তাঁকে কঠিনভাবে যাদু করতে চেষ্টা করে। যাদু তাকে সামন্য প্রভাবিত করে। তাঁর মনে হতো যে, তিনি স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন, অথচ তিনি তা করেন নি। এরূপ অবস্থা অনুভব করে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন। তখন আল্লাহ দুজন ফিরিশতা প্রেরণ করে তাকে জানিয়ে দেন যে, তাকে যাদু করা হয়েছে। সে তাঁর চিরুনির চুল সংগ্রহ করে তাতে যাদুর মন্ত্র পড়ে খেজুরের চোমরের মধ্যে লুকিয়ে একটি কূপের গভীরে পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তথায় যেয়ে কূপটি পরিদর্শন করেন। পাথরের নিচ থেকে যাদুকৃত চুল বের করে সূরা ফালাক ও নাস পাঠের মাধ্যমে যাদু ধ্বংস করা হয় এবং যাদু সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলোকে পুতে ফেলা হয়। যাদুকর মুনাফিক ইহূদীকে তিনি ক্ষমা করে দেন। এমনকি জনরোষের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে তিনি বিষয়টি প্রচার থেকে বিরত থাকেন।[৫২]

অন্য একটি ঘটনায় তিনি জিন-আক্রান্ত এক বালকের জিন বিতাড়িত করেন। ইয়ালা ইবন মুর্‌রাহ সাকাফী (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি অদ্ভুৎ বিষয় দেখেছি। একবার আমরা এক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। তখন তথাকার এক মহিলা তার জিনগ্রস্ত এক পুত্রকে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করে। মহিলা বলে, আমার পুত্র ৭ বছর যাবৎ জিনগ্রস্ত; প্রতিদিন দুবার সে আক্রান্ত হয়। তিনি বলেন:

اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ، (فإِنِّيْ) أَنَا رَسُولُ اللهِ

"হে আল্লাহর দুশমন, তুমি বেরিয়ে যাও; আমি আল্লাহর রাসূল।"

এতে ছেলেটি সুস্থ হয়ে যায়। ছেলেটির মা কিছু পনির, ঘি এবং দু'টি ছাগল উপহার প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইয়ালা, তুমি পনির, ঘি এবং একটি ছাগল গ্রহণ কর এবং অন্য ছাগলটি মহিলাকে ফিরিয়ে দাও।"[৫৩]

অন্য হাদীসে উসমান ইবন আবিল আস (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বললাম যে, আমার মন থেকে কুরআন হারিয়ে যায় (আমি সালাতের মধ্যেও ভুল করি)। তিনি বলেন, শয়তানের কারণে এরূপ হচ্ছে। তিনি (আমার মুখে থুক দেন এবং) আমার বুকের উপর তাঁর হাত রেখে বলেন:

أُخْرُجْ، عَدُوَّ اللهِ/ يَا شَيْطَانُ ! أُخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ

---

[৫২] বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৪৬, ৪৯-বাবুস সিহর) ৫/২১৭৪, ২১৭৬ (ভারতীয় ২/৮৫৭); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ১৭-বাবুস সিহর) ৪/১৭১৯-১৭২১ (ভারতীয় ২/২২১)।

[৫৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৭১, ১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৭৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮/৫৬০; আলবানী, সাহীহাহ ১/৪৮৪, ৬/৪১৭। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

" হে আল্লাহর দুশমন, তুমি বেরোও/ হে শয়তান, তুমি উসমানের বক্ষ থেকে বের হয়ে যাও।" (তিনি তিনবার এ কথা বলেন)।

উসমান (রা) বলেন, তিনি তিনবার এরূপ বলেন। এরপর আমি কোনো কিছু মুখস্থ করলে তা ভুলি নি।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৫৪]

উম্মু আবান বিনতুল ওয়াযি নামক এক মহিলা বলেন, আমার দাদা তাঁর এক পাগল পুত্র বা ভাগনেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে এ পাগল ছেলেটির বিষয়ে বললে তিনি বলেন, তুমি তাকে আমার কাছে আন। তাকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেন, ওকে আমার নিকটবর্তী কর এবং তার পিঠ আমার দিকে দাও। তখন তিনি ছেলেটির কাপড় ধরে তাকে আঘাত করে বলেন:

اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ، اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ،

"হে আল্লাহর দুশমন, বেরিয়ে যাও; হে আল্লাহর দুশমন বেরিয়ে যাও।"

তখন ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত তাকাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের সামনে বসিয়ে তার জন্য দুআ করেন এবং তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দেন।" হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী উম্মু আবান অজ্ঞাত পরিচয় হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।[৫৫]

খারিজা ইবনুস সালত নামক তাবিয়ী বলেন, আমার চাচা (ইলাকা ইবনু সুহ্‌হার রা) বলেন: তিনি রাসূলুলাহ ﷺ-এর কাছে গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে দেখেন যে, একটি গ্রামে লোহার ছিকলে বাঁধা একজন পাগল রয়েছে। গ্রামবাসীরা বলে, আমরা শুনেছি যে, আপনাদের নবী তো কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তাহলে আপনার কাছে কি এমন কিছু আছে যা দিয়ে এ পাগলের চিকিৎসা করা যায়? তখন আমি সূরা ফাতিহা দিয়ে তার ঝাড়ফুঁক করলাম। আমি তিনদিন পর্যন্ত তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে তাকে ঝাড়তাম। প্রতিবার সূরা পাঠের পর মুখের লালা দিয়ে তাকে ফুঁক দিতাম। এতে সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তখন গ্রামবাসী আমাকে ১০০টি ভেড়া প্রদান করে। তখন আমি রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন: তুমি তোমার ঝাড়ফুঁকে এ ছাড়া আর কিছু বল নি? আমি বললাম, না। তখন তিনি বলেন:

خُذْهَا (كُلْ) فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ

"তুমি তাদের প্রতিদান গ্রহণ কর, খাও। কত মানুষই তো বাতিল ঝাড়ফুঁক দিয়ে

[৫৪] ইবন মাজাহ (৩১-কিতাবুত তিব্ব, ৪৬-বাবুল ফাযায়ি..) ২/১১৭৪; আলবানী, সাহীহাহ ৬/৪১৭।
[৫৫] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮/৫৫৪; শাইখ আলী হাশীশ, ওয়াহিয়াহ (শামিলা) ১/১৯৯-২০২।

খাচ্ছে; আর নিশ্চিতভাবেই তুমি হক্ক ঝাড়ফুঁক দিয়ে খেয়েছ।"[৫৬]

জিন ও যাদু বিষয়ক মাসনূন কর্ম বিষয়ে এ হাদীসগুলোই বর্ণিত। এ বিষয়ে আর কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস জানতে পারি নি। এছাড়া সাপে কামড়ানো মানুষের ঝাড়ফুঁক বিষয়ে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা- রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কয়েকজন সাহাবী- এক সফরে ছিলাম। একটি জনপদে পৌঁছে আমরা তাদের মেহমান হতে চাইলাম। কিন্তু তারা মেহমানদারি করতে অস্বীকার করলো। এমন সময়ে তাদের গোত্রপতিকে সাপে কামড়ায়। তারা অনেক চেষ্টা করেও তার কিছু করতে পারল না। তখন তারা আমাদের কাছে এসে বলে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমাদের গোত্রপতিকে ঝাড়ফুঁক করতে পারবে। তখন কাফেলার একজন বলেন, আমি পারব। তবে তোমরা আমাদের মেহমানদারি কর নি; কাজেই আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করলে আমি ঝাড়ফুঁক করব না। তখন তারা ত্রিশটি ভেড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির উপর সূরা ফাতিহা পড়ে থুথু (থুথু মিশ্রিত ফুঁক) দেন। এতে লোকটি সুস্থ হয়ে যায়। তারা তখন চুক্তি অনুসারে ভেড়াগুলো তাকে প্রদান করে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর মত না জেনে আমরা ভেড়াগুলোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। তখন তাঁরা তাঁর কাছে এসে বিষয়টি জানায়। তখন তিনি বলেন:

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا

"কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা ঝাড়ফুঁক? তোমরা সঠিক কর্ম করেছ। তোমরা ভেড়াগুলো বণ্টন করো এবং আমাকেও একটি অংশ দাও।"[৫৭]

৬. ৯. জিন, যাদু ও রোগব্যাধি প্রতিকারে জায়েয ঝাড়ফুঁক

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা দেখি যে, যাদুর ক্ষেত্রে সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ব্যবহার ও জিনগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে জিনকে চলে যেতে বলা ছাড়া অন্য কোনো কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা, জিনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা, যাদু বিষয়ক তথ্যাদি জেনে নেয়া ইত্যাদি কোনো কিছুই সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক). আমরা ইতোপূর্বে সুন্নাত ও জায়েযের পার্থক্য দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা

---

[৫৬] হাদীসটি সহীহ। আবূ দাউদ (কিতাবুল ইজারা, কাসবুল আতিব্বা) ৩/২৬৩ (ভারতীয় ২/৪৮৫); আলবানী, সাহীহ ওয়া যায়ীফ আবী দাউদ ৮/৩৯৬।

[৫৭] বুখারী (৪২-কিতাবুল ইজারা, ১৬-বাব মা ইউতা ফির রুকইয়া...) ২/৭৯৫ (ভারতীয় ২/৩০৪); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২৩-জাওযাযি আখযিল উজরাতি) ৪/১৭২৭ (ভারতীয় ২/২২৪)।

যেভাবে করেছেন তা সেভাবে করা সুন্নাত। যা করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা জায়েয। আর যা নিষেধ করেছেন তা না-জায়েয। আমরা আরো দেখেছি যে, প্রয়োজনে মুমিন জায়েয কর্ম করতে পারেন; তবে তাকে দীনের অংশ বলে গণ্য করলে বিদআতে পরিণত হয়।

(খ). আমরা ইবাদত ও মুআমালাতের পার্থক্য জেনেছি। আমরা দেখেছি যে, মুআমালাতের ক্ষেত্রে জায়েয ব্যবহার অনুমোদিত; তবে সুন্নাতই উত্তম। ঝাড়ফুঁক চিকিৎসা হিসেবে মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই শরীয়তের দলীলে নিষিদ্ধ নয় এরূপ কিছু দ্বারা চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক বৈধ।

(গ). আমরা আরো দেখেছি যে, রাসূলুলাহ ﷺ শিরকমুক্ত যে কোনো দুআ দিয়ে ঝাঁড়ফুঁক অনুমোদন করেছেন এবং মানুষের উপকার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কাজেই কুরআনের আয়াত, হাদীসের বাক্য বা যে কোনো শিরকমুক্ত বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে। এগুলো মুবাহ বা জায়েয ঝাড়ফুঁক বলে গণ্য হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে যে আয়াত ও দুআগুলোর ব্যবহার প্রমাণিত সেগুলো মাসনূন ঝাড়ফুঁক বলে গণ্য। মাসনূন বাক্যাদি অতিরিক্ত সাওয়াব, বরকত ও কবুলের নিশ্চয়তা থাকে।

উপরের মূলনীতিগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিন-এর সহায়তা গ্রহণ, জিন নিয়ন্ত্রণ, জিনের কাছে থেকে তথ্যাদি গ্রহণ ও বিশ্বাস ইত্যাদি সর্বোতভাবে বর্জনীয়। কারণ এগুলো 'গাইবের' তথ্য জানা বা 'কাহানা'-এর পর্যায়ভুক্ত বলে প্রতীয়মান। তবে মাসনূন ও মুবাহ দুআ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে। ঝাড়ফুঁক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কুক্ষিগত বিষয় নয়। যে কোনো মুমিন মাসনূন বা মুবাহ ঝাড়ফুঁক করতে পারেন। বিশেষত নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য পরিবারের কর্তা বা কোনো সদস্যের ঝাড়ফুঁক করা ভাল। এতে সাওয়াব ও বরকত ছাড়াও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যে আবেগ ও আন্তরিকতা দিয়ে দুআ করতে পারেন অন্য ব্যক্তি তা পারেন না।

এ বইটি মূলত মাসনূন যিকর ও দুআর জন্য রচিত। এজন্য মুবাহ বা জায়েয দুআর বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি না। তবে প্রাচীনকাল থেকে অনেক আলিম কিছু আয়াত ও দুআর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো জিনআক্রান্ত বা যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাঠ করে শুনালে সে আরোগ্য লাভ করতে পারে। এগুলো পাঠের আগে শরীয়ত সম্মত পরিবেশ ও বাড়ির ঈমানী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাণীর ছবি, মূর্তি ইত্যাদি অপসারণ করতে হবে; যেন রহমতের ফিরশিতাগণ প্রবেশ করতে পারেন। এছাড়া গান-বাজনা, ধুমপান ও শরীয়ত বিরোধী কর্মগুলো দূরীভূত করতে হবে। স্বর্ণ পরিহিত পুরুষ, বেপর্দা মহিলা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে হবে। সকলের মধ্যে তাওহীদ ও একমাত্র আল্লাহর উপর আস্থার সুদৃঢ় মনোভাব তৈরি করতে হবে। চিকিৎসাকারীকে পবিত্র ও অযু

অবস্থায় থাকতে হবে। মহিলার চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত-সম্মত পর্দা নিশ্চিত করতে হবে এবং বেপর্দা বা সুগন্ধি ব্যবহার করা অবস্থায় কোনো মহিলার চিকিৎসা করা যাবে না। মহিলার চিকিৎসার সময় তার মাহরামের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল শর্ত পূরণ করে রোগীর সামনে নিম্নের আয়াতগুলো বিশুদ্ধ উচ্চারণে সশব্দে পাঠ করে তাকে শোনাতে হবে:

১. সূরা (১) ফাতিহা
২. সূরা (২) বাকারা: ১-৫ আয়াত
৩. সূরা (২) বাকারা: ১০২ আয়াত
৪. সূরা (২) বাকারা: ১৬৩-১৬৪ আয়াত
৫. সূরা (২) বাকারা: ২৫৫ আয়াত: আয়াতুল কুরসী
৬. সূরা (২) বাকারা: ২৮৪-২৮৬ আয়াত (শেষ তিন আয়াত)
৭. সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৮-১৯ আয়াত
৮. সূরা (৭) আ'রাফ: ৫৪-৫৬ আয়াত
৯. সূরা (৭) আ'রাফ: ১১৭-১২২ আয়াত
১০. সূরা (১০) ইউনুস: ৮১-৮২ আয়াত
১১. সূরা (১৭) ইসরা/ বানী ইরাইর: ৮১-৮২ আয়াত
১২. সূরা (২০) ত্বাহা: ৬৯ আয়াত
১৩. সূরা (২৩) মুমিনূন: ১১৫- ১১৮ আয়াত
১৪. সূরা (৩৭) সাফ্ফাত: ১-১০ আয়াত
১৫. সূরা (৪৬) আহকাফ: ২৯-৩২ আয়াত
১৬. সূরা (৫৫) রাহমান: ৩৩-৩৬ আয়াত
১৭. সূরা (৫৯) হাশর: ২১-২৪ আয়াত (শেষ আয়াতগুলো)
১৮. সূরা (৭২) জিন্ন: ১-৯ আয়াত
১৯. সূরা (১১২) ইখলাস পূর্ণ
২০. সূরা (১১৩) ফালাক পূর্ণ
২১. সূরা (১১৪) নাস পূর্ণ

পবিত্র অবস্থায় তারতীলের সাথে এ আয়াত ও সূরাগুলো পাঠ করবে। রোগী পুরুষ, নিজের স্ত্রী বা মাহরাম আত্মীয়া হলে রোগীর মাথায় হাত রাখা ভাল। এ সকল আয়াত ও সূরা বারবার কয়েক মাস পর্যন্ত তাকে পাঠ করে শুনালে বা ক্যাসেটের মাধ্যমে শোনালেও ভাল ফল পাওয়া যায় বলে ঝাড়ফুঁকে অভিজ্ঞগণ বলেন। রোগী জিনগ্রস্ত বলে নিশ্চিত হওয়ার পরেও যদি জিনটি না যায় তাহলে নিম্নের আয়াতগুলো অনুরূপভাবে পাঠ করলে জিন চলে যাবে বলে তারা বলেন:

১. সূরা (২) বাকারা: ২৫৫ আয়াত (আয়াতুল কুরসী)
২. সূরা (৪) নিসা: ১৬৭-১৭৩ আয়াত
৩. সূরা (৫) মায়িদা: ৩৩-৩৪ আয়াত
৪. সূরা (৮) আনফাল: ১২ আয়াত
৫. সূরা (১৫) হিজর: ১৬-১৮ আয়াত
৬. সূরা (১৭) ইসরা (বানী ইসরাঈল): ১১০-১১১ আয়াত
৭. সূরা (২১) আম্বিয়া: ৭০ আয়াত
৮. সূরা (২২) হাজ্জ: ১৯-২২ আয়াত
৯. সূরা (২৪) নূর: ৩৯ আয়াত
১০. সূরা (২৫) ফুরকান: ২৩ আয়াত
১১. সূরা (৩৭) সাফ্‌ফাত: ৯৮ আয়াত
১২. সূরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৭৮ আয়াত
১৩. সূরা (৪১) ফুস্‌সিলাত: ৪৪ আয়াত
১৪. সূরা (৪৪) দুখান: ৪৩-৫০ আয়াত
১৫. সূরা (৪৫) জাসিয়াহ: ৭-৮ আয়াত
১৬. সূরা (৪৬) আহকাফ: ২৯-৩২ আয়াত
১৭. সূরা (৫৫) রাহমান: ৩৩-৩৬ আয়াত
১৮. সূরা (৬৪) তাগাবুন: ১৪-১৬ আয়াত

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত ও সূরাগুলোর সাথে মাসনূন ঝাড়ফুঁকগুলো পাঠ করা উচিত। যেমন নিম্নোক্ত যিকর নং ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৯ এবং শয়তান থেকে সংরক্ষণ ও হিফাযতের দুআগুলো, যেমন যিকর নং ১৬৬, ১৬৭, ১৯১, ১২২।

এ সকল দুআ ও ঝাড়ফুঁকে পাশাপাশি উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তিন প্রকারের কর্ম রোগী নিজে ও রোগী অভিভাবক পালন করবেন। অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কর্ম বর্জন, আল্লাহর বরকত লাভের কর্ম পালন ও হিফাযতের মাসনূন দুআ ও যিকরগুলো নিয়মিত পালন করবেন। রোগী এগুলো পাঠ করতে অক্ষম হলে কেউ সকাল, সন্ধ্যায় ও শয়নের সময় এগুলো পড়ে তাকে শোনাবেন। এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তি নিজে বা তার অভিভাবক যথাসম্ভব বেশি বেশি 'সাদাকা' এবং 'গোপন সাদাকা', অর্থাৎ এতিম, বিধবা, অসহায় ও দরিদ্রদেরকে টাকাপয়সা দান ও সহযোগিতা করবেন এবং এর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বিপদমুক্তির জন্য দুআ করবেন। দুআ কবুলের সময়গুলোতে, তাহাজ্জুদের সাজদায় ও অন্যান্য সময়ে সকাতরে মুক্তির জন্য দুআ করবেন।

যাদু, জিন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এ সকল আয়াত ও দুআ অত্যন্ত

ফলদায়ক। আমরা দেখেছি যে, যাদুর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদুকৃত দ্রব্যসমূহ বের করে যাদু নষ্ট করেছিলেন বলে কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে। আমরা দেখেছি যে, তিনি দুআ করার পর স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে যাদুর অবস্থান জানান। আমরা জানি যে, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। আমাদের জন্য যাদুর অবস্থান জানার মাসনূন কোনো পদ্ধতি নেই। তবে সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে বারবার সকাতরে দুআর মাধ্যমে হয়ত আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে তাকে বিষয়টি জানাতে পারেন। জানতে পারলে তা বের করে সূরা ফলাক ও নাস পাঠ করে যাদু নষ্ট করতে হবে। জানতে না পারলেও উপরের আয়াত ও দুআগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা ও রোগমুক্তি সম্ভব।

যাদুর স্থান জানার জন্য হাত চালন, বাটি চালান, জিনের সহযোগিতা গ্রহণ ইত্যাদি সবই ইসলাম নিষিদ্ধ 'কাহানাহ' পর্যায়ের। এগুলোর মাধ্যমে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মানুষেরা প্রতারিত হন। এখানে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি। আমার গ্রামের এক ব্যক্তি হঠাৎ করেই বড় 'হুজুর' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ তার কাছে চিকিৎসা ও দুআ নিতে আসতেন। তার খাদিম আমাদেরকে নিম্নের তথ্য জানান। উক্ত 'হুজুর' দূর-দূরান্তের রোগীদের থেকে তাদের নাম, ঠিকানা জেনে নিয়ে তাদের বাড়িতে যাওয়ার একটি তারিখ দিতেন। এরপর তিনি উক্ত খাদিমকে দিয়ে উক্ত রোগীর বাড়ির নিকটবর্তী কোনো পুকুর, ডোবা, বা জলাশয়ে কিছু কাগজ ও দ্রব্য পুতে রাখাতেন। পরে যথাসময়ে তিনি উক্ত খাদিমকে নিয়ে রোগীর বাড়িতে গিয়ে 'আসন' দিতেন। 'আসনের' মাধ্যমে তিনি যাদুর স্থান 'নির্ধারণ' করে উক্ত খাদিমের চোখ বেঁধে পূর্বে পুতে রাখা দ্রব্যগুলো উক্ত স্থান থেকে উঠিয়ে আনাতেন। এতে উপস্থিত সকল মানুষ হুজুরের কামালাত ও কারামাতে বিমুগ্ধ হয়ে যেত। তারা অকৃপণভাবে তাকে হাদিয়া, তোহফা দিতেন। এভাবেই তিনি দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৬. ১০. কিছু মাসনূন ঝাড়ফুঁক ও দুআ

যিক্‌র নং ২২৮: সকল অসুস্থতার মাসনূন দুআ

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: "আলা-হুম্মা রাব্বান না-স, আযহিবিল বা-'স, ইশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা- শিফা- আ ইলা- শিফা-উকা, শিফা-আন লা- ইউগা-দিরু সাক্বামান।"

অর্থ: হে আল্লাহ, হে মানুষের প্রতিপালক, অসুবিধা দূর করুন, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা প্রদান বা রোগ নিরাময়) ছাড়া

আর কোনো শিফা নেই, এমনভাবে শিফা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা-রোগব্যাধি অবশিষ্ট থাকবে না।"

আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ- তাঁর কোনো স্ত্রী অসুস্থতায় নিপতিত হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ডান হাত দিয়ে তাকে মাসহ করতেন- তার গায়ে বুলাতেন, এরপর উপরের দুআটি বলতেন।"[৫৮]

সাহাবীগণের মধ্যে এ দুআটি প্রসিদ্ধ ছিল বলে প্রতীয়মান। আমরা দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তাঁর স্ত্রীকে এ দুআটি শিখিয়ে দেন। বুখারী সংকলিত হাদীসে আমরা দেখি যে, আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর ছাত্র সাবিত বুনানীকে এ দুআ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেন।[৫৯]

যিক্‌র নং ২২৯: অসুস্থতা ও বদ-নযরের মাসনূন দুআ

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللهِ أُرْقِيْكَ .

উচ্চারণ: বিসমিলা-হি আর্‌ক্বীক, মিন কুলি-শাইয়িন ইউ'যীক, মিন শার্‌রি কুলি-নাফসিন আউ আইনিন 'হা-সিদিন, আলা-হু ইয়াশফীক, বিসমিলা-হি আর্‌ক্বীক।

অর্থ: আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি, সকল কিছু থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, সকল প্রাণী ও হিংসুক চক্ষুর অনিষ্ট থেকে, আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করবেন, আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

أن جِبريلَ أَتَى النَّبيَّ ﷺ (في رواية: وَهُوَ يُوْعَكُ) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ...

জিবরাঈল (আ) রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর কাছে আগমন করেন (তখন তিনি জ্বরাক্রান্ত ছিলেন)। জিবরাঈল (আ) বলেন, মুহাম্মাদ, আপনি কি অসুস্থ? তিনি বলেন: হ্যাঁ। তখন তিনি উপরের কথাগুলো বলেন।[৬০]

যিক্‌র নং ২৩০: অসুস্থতা, ক্ষত ও ব্যাথ্যার দুআ

بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى (بِهِ) سَقِيمُنَا بِإِذْنِ

---

[৫৮] বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বাব রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৬৮ (ভারতীয় ২/৮৫৫); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ১৯-বাব ইসতিহবাবি রুকইয়াতিল মারীদ) ৪/১৭২১-১৭২২ (ভারতীয় ২/২২২)।

[৫৯] বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বাব রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৬৭ (ভারতীয় ২/৮৫৫)।

[৬০] মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ১৬-বাবুত তিব্ব) ৪/১৭১৮ (ভারতীয় ২/২১৯); ইবন মাজাহ (৩১-কিতাবুত তিব্ব, ৩৬- বাব মা উওয়িযা বিহী...) ২/১১৬৪ (ভারতীয় ২/১৮৪)।

رَبِّنَا

উচ্চারণ: বিসমিলা-হ। তুরবাতু আরদ্বিনা, বিরীক্বাতি বা'অদ্বিনা, ইউশফা (বিহী) সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা-।

অর্থ: আল্লাহর নামে। আমাদের যমিনের মাটি, আমাদের কারো লালার সাথে, যেন আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে, আমাদের রবের অনুমতিতে।

আয়েশা (রা) বলেন, কারো দেহের কোথাও অসুস্থতা, ব্যাথ্যা বা ক্ষত হলে রাসূলুলাহ ﷺ তাঁর (শাহাদাত) আঙুল মাটিতে রেখে তা উঠিয়ে এ দুআটি পাঠ করতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি আঙুলে নিজের মুখের সামান্য লালা লাগিয়ে আঙুলটি মাটিতে রাখতেন এরপর তা ব্যাথ্যার স্থানে রেখে এ দুআটি বলতেন।[৬১]

যিক্র নং ২৩১: নিজের ব্যাথ্যার জন্য দুআ

بِسْمِ اللهِ. أَعُوْذُ بِاللهِ (بِعِزَّةِ اللهِ) وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণ: বিসমিলা-হ (৩ বার)। আ'ঊযু বিলা-হি (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আঊযূ বি'ইয্যাতিলা-হি) ওয়া ক্বুদরাতিহী মিন শার্‌রি মা- আজিদু ওয়া উ'হা-যিরু (৭ বার)

অর্থ: আল্লাহর নামে (তিন বার) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আলাহর (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আলাহর মর্যাদার) ও তাঁর ক্ষমতার, যা আমি অনুভব করছি এবং ভয় পাচ্ছি তা থেকে।

উসমান ইবন আবিল আস (রা) বলেন, তাঁর শরীরের ব্যাথ্যার কথা তিনি রাসূলুলাহ ﷺ- কে জানান। তিনি বলেন: তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যাথা সেখানে তোমার হাত রাখ এবং তিন বার বিসমিলাহ এবং সাত বার এ দুআটি বল।[৬২]

যিক্র নং ২৩২: নিজের ও অন্যের রোগমুক্তির দুআ

আল-মু'আওয়িযাত: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ / إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ

---

[৬১] বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বাব রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৬৮(ভারতীয় ২/৮৫৫); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২১-বাব ইসতিহবাবির রুকইয়া..) ৪/১৭২৪ (ভারতীয় ২/২২৩)।

[৬২] মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২৪-বাব ইসতিহবাব ওয়াদ ইয়াদিহী...) ৪/১৭২৮ (ভারতীয় ২/২২৪); আবূ দাউদ (কিতাবুত তিব্ব, বাব কাইফার রুকা) ৪/১১ (ভারতীয় ৫৪৩)।

بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ

"রাসূলুলাহ ﷺ অসুস্থ হলে তিনি মুআওয়িযাত সূরাগুলো (ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজের দেহে ফুঁক দিতেন এবং নিজের হাত নিজ দেহে বুলাতেন। দ্বিতীয় বর্ণনায়: তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি এ সূরাগুলো পাঠ করে তাকে ফুঁক দিতেন এবং নিজ হাত তার দেহে বুলাতেন। তিনি তাঁর ওফাতের পূর্বে যখন অসুস্থ হলেন তখন আমি নিজে সূরাগুলো পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর নিজের হাত দিয়ে তাঁর দেহ 'মাসহ' করতাম (বুলাতাম)।"[৬৩]

আমরা ইতোপূর্বে রাত্রে বিছানায় শয়নের সময় নিয়মিত যিকরের মধ্যেও এভাবে সূরাগুলো পাঠ করার কথা জেনেছি।

যিক্‌র নং ২৩৩: বিষাক্ত দংশন-এর দুআ

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির বিষাক্ত দংশনের জন্য দ্রুত ঔষধ ও চিকিৎসা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি দুআ পাঠ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা পাঠ করে সাপে কামড়ানো ব্যক্তির চিকিৎসা করেন।

অন্য হাদীসে আলী (রা) বলেন:

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، لاَ تَدَعُ مُصَلِّيًا، وَلاَ غَيْرَهُ ، أَوْ نَبِيًّا ، وَلاَ غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ ، وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ/ وَيَقْرَأُ قل يا أيها الكافرون و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس

"এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। সালতের মধ্যে তিনি মাটিতে হাত রাখেন। তখন একটি বিচ্ছু তাকে দংশন করে। তিনি বিচ্ছুটিকে তার পাদুকা দিয়ে ধরে মেরে ফেলেন। সালাত শেষ করে তিনি বলেন: অভিশপ্ত বিচ্ছু! মুসাল্লী ও অ-মুসাল্লী বা নবী ও অন্যান্য কাউকেই সে ছাড়ে না! এরপর তিনি পানি ও লবণ নিয়ে আসতে বলেন। তিনি একটি পাত্রে পানি ও লবণ মিশ্রিত করে তাঁর দংশিত আঙুলের উপর ঢালেন, তাতে হাত বুলান এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দুআ করেন। দ্বিতীয় বর্ণনায়:

[৬৩] বুখারী (৬৭-কিতাবুল মাগাযী, ৭৮-বাব মারাদিন্নাবিয়্যি..) ৪/১৬১৪ (ভারতীয় ২/৬৩৯); মুসলিম, (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২০- বাব রুকইয়াতুল মারীয...) ৪/১৭২৩ (ভারতীয় ২/২২২)।

তিনি সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬৪]

যিক্‌র নং ২৩৪: বদ-নযর ও রোগব্যাধি থেকে হিফাযতের দুআ

أُعِيْذُكُمْ [أَعُوْذُ] بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

উচ্চারণ : উ'ঈযুকুম {নিজের জন্য পড়লে: আ'ঊযু} বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুলি-শাইতানিওঁ ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিন কুলি-'আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ: আমি তোমাদেরকে আশ্রয়ে রাখছি (অথবা, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি) আল্লাহর পরিপূর্ণ কথাসমূহের, সকল শয়তান থেকে, সকল ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও প্রাণি থেকে এবং সকল ক্ষতিকারক দৃষ্টি থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাক্যগুলো দ্বারা হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)- কে হেফাজত করাতেন। তিনি বলতেন, ইবরাহীম (আ) এ বাক্যদ্বারা তার দু সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে (আ) হেফাজত করাতেন।[৬৫]

সকল মুমিন পিতা ও মাতার উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় এ বাক্যগুলো পাঠ করে সন্তানদের ফুঁক দেওয়া ও দু'আ করা। এছাড়া প্রত্যেকে নিজের হিফাযতের জন্য সকাল সন্ধ্যায় দুআটি পাঠ করবেন।

যিক্‌র নং ২৩৫: বদ-নযর থেকে হিফাযত

সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের এবং জিনের নযর থেকে হিফাযতের বিভিন্ন দুআ পাঠ করতেন। যখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলো তখন তিনি অন্যান্য সকল দুআ বাদ দিলেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬৬]

যিক্‌র নং ২৩৬: জ্বর ও ব্যাথার দুআ

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লা-হিল কাবীর, আ'ঊযু বিল্লা-হিল 'আযীমি মিন শার্‌রি কুলি-'ইরক্বিন না'অ্‌'আরিন ওয়া মিন শার্‌রি 'হার্‌রিন না-র।"

---

[৬৪] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৬/৯১; আল-মু'জামুস সাগীর ২/৮৭; ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/৩৯৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৫/১৯১; আলবানী, সাহীহাহ ২/৪৭।

[৬৫] বুখারী (৬৪-কিতাবুল আম্বিয়া, ১২-বাব ইয়াযিফ্‌ফুন) ৩/১২৩৩।

[৬৬] ইবন মাজাহ (৩১-কিতাবুত তিব্ব, ৩২-বাবুল আইন) ২/১১৬১ (ভারতীয় ২/২৫১); আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ ২/২৬৬।

অর্থ: সুমহান আল্লাহর নামে। আমি মহান আলাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, সকল রক্তবাহী শিরা-উপশিরার ক্ষতি থেকে এবং আগুনের উত্তাপের ক্ষতি থেকে।

"আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বর এবং সকল রোগব্যাধি-ব্যাথাবেদনার জন্য এ দুআটি শিক্ষা দিতেন।" হাদীসটি যয়ীফ।[৬৭]

যিক্‌র নং ২৩৭: পেট ব্যাথার জন্য সালাত আদায়

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

هَجَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اشْكَمَتْ دَرْدْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً

"রাসূলুলাহ ﷺ দ্বিপ্রহরের প্রথমেই বেরিয়ে (মসজিদে) আসেন। আমিও এ সময়েই আসি। আমি (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) সালাত আদায় করে বসি। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি কি পেটের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তুমি উঠে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর; কারণ সালাতের মধ্যেই রোগমুক্তি বিদ্যমান।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৬৮]

যিক্‌র নং ২৩৮: রোগীর জন্য দু'আ-১

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ : লা- বাঅ্‌সা, ত্বাহূরুন ইন শা- আলা-হ।

অর্থ : "কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহর মর্যিতে এ অসুস্থতা পবিত্রতা। (এর কারণে আল্লাহ আপনার পাপরাশি ক্ষমা করে আপনাকে পবিত্র করবেন)।

রাসূলুলাহ (ﷺ) কোনো অসুস্থকে দেখতে গেলে এ দু'আ বলতেন।[৬৯]

যিক্‌র নং ২৩৯: রোগীর জন্য দু'আ-২ (৭ বার)

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

উচ্চারণ: আসআলুলা-হাল 'আযীম, রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম আইঁ ইয়াশফিইয়াকা।

অর্থ: আমি প্রার্থনা করছি মহামর্যাদাময় আলাহর নিকট, যিনি মহামর্যাদাময় আরশের প্রভু, তিনি যেন তোমাকে সুস্থতা প্রদান করেন।

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো মুসলিম কোনো

---

[৬৭] তিরমিযী, আস-সুনান (২৯- কিতাবুত তিব্ব, ২৬-বাব) ৪/৩৫৩-৩৫৪ (ভারতীয় ২/২৭)।

[৬৮] ইবন মাজাহ, আস-সুনান (৩১-কিতাবুত তিব্ব, ১০-বাবুস সালাত শিফা) ২/১১৪৪ (ভারতীয় ২/২৪৭); আলবানী, যায়ীফাহ ৫/৪৬৮, ৯/৬২।

[৬৯] বুখারী (৭৮-কিতাবুল মারদা, ১০-বাব ইয়াদালিল আ'রাব) ৫/২১৪১-২১৪৩ (ভারতীয় ২/৮৪৪)।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেয়ে এ কথাগুলো ৭ বার বলেন তাহলে তার মৃত্যু উপস্থিত না হলে সে সুস্থতা লাভ করবেই।" হাদীসটি হাসান।[৭০]

আমরা পূর্বের কোনো কোনো হাদীসে অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া, সান্ত্বনা প্রদান ও সেবা করার অফুরন্ত সাওয়াবের কথা জেনেছি। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যদি কোনো মুসলিম তার কোনো অসুস্থ ভাইকে দেখার জন্য পথ চলে তাহলে যতক্ষণ সে পথ চলে ততক্ষণ সে জান্নাতের বাগানের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে। যখন সে উক্ত অসুস্থ মানুষের পাশে বসে তখন সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে যায়। যদি সে সকালে অসুস্থকে দেখতে যায় তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। আর যদি সে সন্ধ্যায় বের হয় তাহলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।" হাদীসটি সহীহ।[৭১]

৬. ১১. মৃত্যু, দাফন ও যিয়ারত

রোগব্যাধি প্রসঙ্গের সাথে মৃত্যুর প্রসঙ্গ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মৃত্যু নিজেই বড় যিকর। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: "তোমরা জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি যিকর (স্মরণ) করবে।"[৭২] এছাড়া মৃত্যু, দাফন ও যিয়ারত বিষয়ক অনেক মাসনূন যিকর রয়েছে। এখানে কিছু যিকর উল্লেখ করছি।

৬. ১১. ১. মৃত্যু, দাফন ও যিয়ারত বিষয়ক যিকর

যিকর নং ২৪০: মৃতব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করার দুআ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ اَلْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ

উচ্চারণ: "আলা-হুম্মা'গফির লাহূ (ব্যক্তির নাম), ওয়ার্‌ফা'অ দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়ীন, ওয়া'খলুফহু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, ওয়া'গফির লানা ওয়া লাহূ ইয়া রাব্বাল 'আ-লামীন, ওয়াফসা'হ্ লাহূ ফী ক্বাব্‌রিহী, ওয়া নাওয়ির্ লাহূ ফীহি।"

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন এ ব্যক্তিকে এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তার কবরকে তার জন্য প্রশস্ত করুন, তার জন্য তা আলোকিত করুন, তার উত্তরসূরীদের মধ্যে আপনিই তার খলীফা-স্থলাভিষিক্ত থাকুন, আমাদেরকে এবং

[৭০] তিরমিযী (২৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩২-বাব) ৪/৩৭৫, নং ২০৮৩ (ভারতীয় ২/২৮)।
[৭১] তিরমিযী (৮-কিতাবুল জানাইয, ২-ইয়াদাতিল মারীদ) ৩/৩০০ (ভারতীয় ১/১৯১); ইবন মাজাহ (৬-কিতাবুল জানাইয, ২-মান আদা মারীদান) ১/৪৬৩ (ভারতীয় ২/১৫১); মুসতাদরাক হাকিম ১/৫০১।
[৭২] হাদীসটি হাসান। তিরমিযী (৩৭-কিতাবুয যুহদ, ৪-বাব ..যিকরিল মাওত) ৪/৪৭৯ (ভা ২/৫৭)।

তাকে ক্ষমা করুন, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ।"

উম্মু সালামা (রা) বলেন, (আমার স্বামী) আবূ সালামার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে আসেন । তিনি মৃতের চক্ষুদ্বয় বন্ধ করেন, এরপর এ দুআটি তিনি বলেন ।[৭৩]

যিকর নং ২৪১: মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের সান্ত্বনা

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

উচ্চারণ: ইন্না লিল্লা-হি মা- আখাযা, ওয়া লাহু মা- আ'অত্বা, ওয়া কুলুন 'ইন্‌দাহূ বিআজালিম মুসাম্মা- ।

অর্থ: আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই, আর তিনি যা প্রদান করেছেন তাও তাঁরই, সবকিছুই তার কাছে নির্ধারিত সময়ের জন্য ।"

উসামা ইবনু যাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন কন্যা তাঁকে খবর পাঠান যে, আমার একটি পুত্র মৃত্যুপথযাত্রী, আপনি একটু আমার বাড়িতে আসুন । তখন তিনি এ কথাগুলো বলে তাঁকে ধৈর্য ধরতে এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভের আকাঙ্খা রাখতে নসীহত করেন ।[৭৪]

আমরা বলেছি যে, যিকর, দুআ, ইসতিগফার, দরুদ, সালাম, অভিনন্দন, সান্ত্বনা ইত্যাদি বিষয়ে মুমিন যে কোনোভাষায় ও বাক্যে নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করতে পারেন । তবে সাওয়াব ও বরকতের জন্য সুন্নাত বাক্য উত্তম ।

যিকর নং ২৪২: মৃতকে কবরস্থ করার দুআ-১

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ/ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

উচ্চারণ: বিসমিলা-হি ওয়া 'আলা- সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ ﷺ । দ্বিতীয় বর্ননায়: / বিসমিলা-হি ওয়া 'আলা- মিলাতি রাসূলিলাহ ﷺ ।

অর্থ: আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত/ ধর্মের উপর ।

ইবন উমার (রা) বলেন, "রাসূলুলাহ ﷺ যখন মৃতদেহকে কবরে ঢুকাতেন তখন এ কথা বলতেন ।" হাদীসটি সহীহ ।[৭৫]

যিকর নং ২৪৩: মৃতকে কবরস্থ করার দুআ-২

সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, মৃতকে কবরস্থ করার পরে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য সুন্নাত তিন বার দু হাত ভরে মাটি কবরে ফেলা । আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

---

[৭৩] মুসলিম (১১-কিতাবুল জানাইয, ৪-বাব..ইগমাদিল মাইয়িত) ২/৬৩৪ (ভারতীয় ২/৩০১) ।

[৭৪] বুখারী (২৯-কিতাবুল জানাইয, ৩২-মাইয়িত ইউআয্‌যাবু..) ১/৪৩১ (ভারতীয় ১/১৭১); মুসলিম (১১-কিতাবুল জানাইয, ৬-বাবুল বুকা) ২/৬৩৫ (ভা ১/৩০১) ।

[৭৫] আবূ দাউদ (কিতাবুল জানাইয, দুআ লিলমাইয়িত) ৩/২১১ (ভা ২/৪৫৮); ইবন মাজাহ (৬-কিতাবুল জানাইয, ৩৮-ইদখালিল মাইয়িত) ১/৪৯৪ (ভারতীয় ১/১১১); আলবানী, আহকামুল জানায়িয, পৃ ১৫১ ।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاثًا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জানাযার সালাত আদায় করলেন। এরপর মৃতের কবের গিয়ে তার মাথার দিক থেকে তার উপর তিনবার মাটি ফেললেন।"[৭৬]

মাাটি ফেলার সময় কোনো দুআ পাঠ করার কথা এ হাদীসে নেই। তবে আবূ উমামা (রা) থেকে অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত একটি হাদীসের বলা হয়েছে:

لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ ثُمَّ لَا أَدْرِي أَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَمْ لَا

"যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা উম্মু কুলসূম (রা)–কে কবরে রাখা হলো তখন তিনি বলেন: 'মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নূ'য়ীদুকুম ও মিনহা- নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা-' (মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে আনব এবং মাটি থেকেই পুনর্বার তোমাদের বের করব: সূরা ত্বাহা ৫৫ আয়াত)। তিনি এরপর বিসমিল্লাহি ওয়া আলা সাবীলিলাহ ও আলা মিলাতি রাসূলিলাহ (ﷺ) বলেছিলেন কিনা তা জানি না।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল বলে গণ্য করেছেন। কারণ, হাদীসটির বর্ণনাকারী উবাইদুলাহ ইবন যাহর এবং তার উস্তাদ আলী ইবন ইয়াযীদ আলহানী উভয়েই অত্যন্ত দুর্বল রাবী এবং জাল হাদীস বর্ণনা করতেন বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এজন্য বাইহাকী, নববী, যাহাবী, ইবন হাজার আসকালানী, হাইসামী ও অন্যান্য সকল প্রাচীন ও সমকালীন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বা জাল বলে গণ্য করেছেন।[৭৭]

উল্লেখ্য যে, এ দুর্বল হাদীসে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি পূর্বের দুআটির (বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি..) পূর্বে পড়তে হবে। এ আয়াতটি মাটি ফেলার সময় পড়তে হবে, অথবা তিন বার মাটি ফেলার সময় আয়াতটিকে তিনভাগ করে পড়তে হবে বলে এ হাদীসের কোনোরূপ নির্দেশনা নেই।

যিকর নং ২৪৩: কবরস্থ করার পরের দুআ

তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবন শিমাসাহ মাহরী বলেন, সাহাবী আমর ইবনুল আস (রা) মৃত্যুর সময় আমাদেরকে বলেন, আমাকে কবরস্থ করা হয়ে গেল একটি উট জবাই করে গোশত বণ্টন করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় তোমরা আমার কবরের পাশে

[৭৬] হাদীসটি সহীহ। ইবন মাজাহ (৬-কিতাবুল জানাইয, ৪৪-বাব ...হাসবিত্তুরাব..) ১/৪৯৯ (ভারতীয় ২/১১২); বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ২/৪১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/২০০।

[৭৭] আহমদ, আল মুসনাদ ৫/২৫৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪১১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/৪০৯; ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ২/৩০১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৩/১৬০; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃষ্ঠা ১৫৩।

অবস্থান করবে; যেন আমি তোমাদের উপস্থিতি দ্বারা আমার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমি আমার রবের দূতদের প্রশ্নের কি উত্তর দিব তা ভেবে দেখতে পারি।[৭৮]

এ থেকে জানা যায় যে, দাফনের পরে কিছু সময় কবরের পাশে অবস্থান করা ভাল; যেন মৃতব্যক্তি ফিরিশতাদের প্রশ্নের উত্তর দানে মনের জোর পান। অন্য হাদীসে উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করা শেষ করতেন তখন তিনি কবরের উপর দাঁড়াতেন এবং বলতেন: "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তার ঈমানী দৃঢ়তা স্থিরতার জন্য দুআ কর।" হাদীসটি সহীহ।[৭৯]

এ হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে মুমিন যে কোনো ভাষায় ও বাক্যে কবরস্থ ব্যক্তির মাগফিরাত ও ফিরিশতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে তার স্থিরতার জন্য দুআ করতে পারেন। যেমন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তার জন্য প্রশ্নোত্তর সহজ করে দিন... ইত্যাদি। যেহেতু এখানে কোনো বাক্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মুখে শিখিয়ে দেন নি সেহেতু এখানে কোনো বাক্য নির্ধারণ করার সুযোগ নেই।

দাফনের পরে কবরস্থ মৃতব্যক্তিকে ডেকে তাকে তাকে ঈমান, কালিমা ইত্যাদি বিষয় স্মরণ করানোর বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত। এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত। ইমাম নববী, ইবনুল কাইয়িম, ইমাম ইরাকী, হাইসামী, ইবন হাজার আসকালানী, সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সকলেই হাদীসটিকে দুর্বল বা অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৮০] মুমিনের উচিত এরূপ দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোনো কর্ম সমাজে প্রচলন না করা, বরং উপরের সহীহ হাদীস নির্দেশিত দুআর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

যিকর নং ২৪৪: কবর যিয়ারতের দুআ-১

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ: "আস-সালামু 'আলাইকুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীন ওয়াল মুসলিমীন, ইন্না- ইনশা- আলাহু বিকুম লা-হিকূন, আস্‌আলুল্লাহা লানা- ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়্যাহ।"

অর্থ: তোমাদের উপর সালাম, হে মুমিন ও মুসলিম গৃহের বাসিন্দাগণ। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

---

[৭৮] মুসলিম (১-কিতাবুল ঈমান, ৫৪-ইসলাম ইযাহদিমু মা কাবলাহু..) ১/১১২-১১৩ (ভারতীয় ১/৭৬)।

[৭৯] আবূ দাউদ (কিতাবুল জানাইয, বাবুল ইসতিগফার ইনদাল কাবর) ৩/২১৩ (ভারতীয় ২/২৪৫৯); আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃষ্ঠা ১৫৫।

[৮০] ইরাকী, তাখরীজু আহাদীসিল ইহইয়া ৯/৪০৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৩/১৬৩; সাখাবী, আল-মাকাসিদুল হাসানা, পৃষ্টা ২৬৫।

বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আসলামী (রা) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে (সাহাবীগণকে) শিক্ষা দিতেন, তাদের কেউ কবরস্থানে গেল এ কথাগুলো বলবে।[৮১]

যিকর নং ২৪৫: কবর যিয়ারতের দুআ-২

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ

উচ্চারণ: "আস-সালামু 'আলা আহ্লিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীন ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইয়ার'হামুলাহুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না- ওয়াল মুস্তাখিরীন, ওয়া ইন্না- ইনশা- আলাহু বিকুম লা-হিকূন।

অর্থ: মুমিন ও মুসলিম গৃহের বাসিন্দাগণের উপর সালাম। আমাদের মধ্যে যারা আগে গিয়েছেন এবং যারা পরে যাবেন সকলকেই আল্লাহ রহমত করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।

আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানা থেকে সন্তর্পণে উঠে বেরিয়ে যান। আমিও চুপে চুপে তাঁর অনুসরণ করি। তিনি বাকী গোরস্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিন বার হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। এরপর তিনি বাড়ির দিকে ফিরলেন। আমি দ্রুত আগে ফিরে এলাম। আমার বিছানায় শয়নের পরেই তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। ... তিনি বলেন ... জিবরীল (আ) আমাকে বলেন, আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, বাকী গোরস্থানের বাসিন্দাদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি (যদি কবর যিয়ারত করি তবে) তাদের জন্য কি বলব? তিনি তখন উপরের বাক্যগুলো বলতে শিখিয়ে দেন।[৮২]

যিকর নং ২৪৬: কবর যিয়ারতের দুআ-৩

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ

উচ্চারণ: "আস-সালামু 'আলাইকুম দারা কাওমিন মু'মিনীন, ওয়া ইন্না- ইনশা-আলাহু বিকুম লা-হিকূন

অর্থ: তোমাদের উপর সালাম, হে মুমিন গৃহবাসিগণ। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা

[৮১] মুসলিম (১১-কিতাবুল জানাইয, ৩৫-মা ইকালু ইনদা দুখুলিল কুবূর) ২/৬৭১ (ভারতীয় ১/৩১৪)।
[৮২] মুসলিম (১১-কিতাবুল জানাইয, ৩৫-মা ইকালু ইনদা দুখুলিল..) ২/৬৬৯-৬৭১ (ভারতীয় ১/১২৬)।

তোমাদের সাথে মিলিত হব।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোরস্থানে গমন করেন এবং এ কথাগুলো বলেন।[৮৩]

যিকর নং ২৪৭: কবর যিয়ারতের দুআ-৪

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ اَلْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ

উচ্চারণ: "আস-সালামু 'আলাইকুম ইয়া- আহ্‌লাল ক্বুবূর, ইয়া'গ্‌ফিরুল্লাহু লানা- ওয়া লাকুম্, আন্‌তুম সালাফুনা- ওয়া না'হ্‌নু বিল আসার।

অর্থ: তোমাদের উপর সালাম, হে কবরবাসিগণ, আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী আর আমরা তোমাদের পিছনে।

আব্দুলাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার কিছু কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি কবরগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে উপরের কথাগুলো বলেন।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।[৮৪]

যিকর নং ২৪৮: কবর যিয়ারতের দুআ-৫

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

উচ্চারণ: "আস-সালামু 'আলাইকুম দারা কাওমিন মু'মিনীন, ওয়া আতা-কুম মা-তুও'আদূন 'গাদান মুআজ্জালূন, ওয়া ইন্না- ইনশা- আলাহু বিকুম লা-হ্বিকূন। আল্লা-হুম্মা'গফির লিআহ্‌লি বাকীয়িল গারক্বাদ।

অর্থ: তোমাদের উপর সালাম, হে মুমিন গৃহবাসিগণ। তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা তোমাদের কছে এসেছে, আগামী দিনের জন্য তোমাদের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ আপনি বাকীর গোরস্থানের বাসিন্দাদেরকে ক্ষমা করুন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার গৃহে অবস্থান করতেন তখন শেষ রাতে বাকী গোরস্থানে গিয়ে এ কথাগুলো বলতেন।[৮৫]

মুমিন যখন অন্য কোনো গোরস্থান যিয়ারত করবেন তখন সে গোরস্থানের নাম উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবেন অথবা বলবেন: আল্লা-হুম্মা'গ্‌ফির লিআহলি হাযিহিল মাক্বারাহ:

---

[৮৩] মুসলিম (২-কিতাবুত তাহারাহ, ১২-ইসতিহবাব ইতালাতিল গুররাতি) ১/২১৮ (ভারতীয় ১/২০৩)।
[৮৪] তিরমিযী (৮-কিতাবুল জানাইয, ৫৯-বাব..ইযা দাখালাল মাকাবির) ৩/৩৬৯ (ভারতীয় ১/৩১৩)।
[৮৫] মুসলিম (১১-কিতাবুল জানাইয, ৩৫-মা ইকালু ইনদা দুখুলিল কুবূর) ২/৬৬৯ (ভারতীয় ১/৩১৩)।

আল্লাহ এ গোরস্থানের বাসিন্দাদের ক্ষমা করুন।

৬. ১১. ৩. যিয়ারতে সূরা-দুআ পাঠ ও 'বখশে দেওয়া'

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা দেখছি যে, কবর যিয়ারতের সময় এরূপ সংক্ষিপ্ত সালাম ও দুআ পাঠ করাই সুন্নাত। কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত, বা কুরআনের কিছু সূরা পাঠ করে 'বখশে দেওয়া' বা সাওয়াব পাঠানোর কোনো ঘটনা কোনো সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয় নি। অপ্রচলিত দু-একটি গ্রন্থে কিছু জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীস এ বিষয়ে সংকলিত। ইসলামের প্রথম বরকতময় তিন প্রজন্ম ও প্রথম ৪/৫ শতাব্দীর পরে কিছু আলিম এ জাতীয় কিছু জাল বা অতি দুর্বল হাদীস একত্রে সংকলন করেন এবং ক্রমান্বয়ে এগুলোই মুসলিম উম্মাহর রীতিতে পরিণত হয়।

বর্তমানে কবর যিয়ারতের যে রূপ আমরা দেখি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলিতে সংকলিত সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কবর যিয়ারতের সাথে এ যিয়ারতের কোনো মিল নেই। যদি আমাদের যিয়ারতগুলো পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক যিয়ারত বলে গণ্য হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাীগণের যিয়ারত অপূর্ণ ও বেঠিক বলে গণ্য হবে। আর যদি তাদের যিয়ারতকেই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য করা হয় তাহলে আমাদের যিয়ারত সংযোজন বলে গণ্য হবে। আর যদি তাঁর যিয়ারত সাওয়াব, বরকত ও মাইয়েতের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট বলে আমরা বিশ্বাস করি তবে সংযোজনের প্রয়োজন কী?

৬. ১১. ৪. কবর যিয়ারতের দুআয় হস্তদ্বয় উত্তোলন

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে, মহান আল্লাহর বিশেষ নির্দেশে রাসূলুলাহ ﷺ একদিন বাকী গোরস্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকেছেন এবং তিনবার হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন। বাহ্যত তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। এ ঘটনাটি ছাড়া সর্বদা তিনি হস্তদ্বয় না তুলেই কথোপকথনের ভঙ্গিতে উপরের ছোট ছোট বাক্য দিয়ে যিয়ারত ও দুআ শেষ করেছেন এবং এরূপ করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

৬. ১১. ৫. কবর যিয়ারতের দুআয় কিবলামুখি হওয়া

উপরের হাদীসটির উপর নির্ভর করে আবেগ বা আগ্রহ থাকলে মুমিন হস্তদ্বয় উঠিয়ে মৃতব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য দুআ করতে পারেন। তবে দুআর সময় অবশ্যই কিবলামুখি হওয়া উচিত। বিশেষত কবর সামনে রেখে দুআ করা থেকে বিরত থাক উচিত। কারণ রাসূলুলাহ ﷺ কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

"তোমরা কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে না এবং কবরের উপর বসবে

না।"[৮৬]

কবরের উপর বসা বা কবর পদদলিত করার মাধ্যমে কবরকে অপমান করা হয়। আর কবরের দিকে সালাত আদায় করে কবরের অতিভক্তি করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের অবমাননা ও অতিভক্তি নিষিদ্ধ করলেন। এজন্য কবরকে ভক্তির উদ্দেশ্য না থকালেও কবর সামনে রেখে সালাত আদায় নিষিদ্ধ। আর যদি কবর বা কবরস্থ ব্যক্তিকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে কবর সামনে রেখে সালাত আদায় করা হয় তবে তা শিরক। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলী কারী হানাফী (রাহ) বলেন:

ولا تصلوا أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود .. ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم فالتشبه به مكروه وينبغي أن تكون كراهة تحريم

"কবরকে কিবলার দিকে রেখে সালাত আদায় করবে না; কারণ এতে কবরের প্রতি সর্বোচ্চ ভক্তি প্রকাশ পায়। এভক্তি শুধু মা'বূদের জন্য প্রাপ্য। যদি কেউ প্রকৃতপক্ষেই কবর বা কবরস্থ ব্যক্তির তাযীম বা ভক্তির জন্য এভাবে কবরমুখি হয়ে সালাত আদায় করে তবে উক্ত ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। আর এরূপ ভক্তির উদ্দেশ্য না থাকলে কাফিরদের অনুকরণ-মূলক কর্ম হওয়ার কারণে তা মাকরূহ হবে, এবং বাহ্যত মাকরূহ তাহরীম হবে।"[৮৭]

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুআই ইবাদত"। কাজেই দুআর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে কিবলা বানানোও একইভাবে নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুলাহ ﷺ কিবলামুখি হয়ে দুআ করতে পছন্দ করতেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। কিবলামুখি হয়ে দুআ করায় অতিরিক্ত সাওয়াব ও কবুলিয়্যাতের নিশ্চয়তা থাকে। যে কোনো দিকে মুখ করে দুআ করা বৈধ হলেও দুআর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কিবলা বানানো যায় না। মহান মা'বূদ ছাড়া অন্য কাউকে তাযীম বা ভক্তির জন্য দুআর মধ্যে কিবলা বানানো, ইচ্ছাপূর্বক তার দিকে ফিরে দুআ করা শিরক এবং এরূপ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই কবরকে সামনে রেখে দুআ করা হারাম বা মাকরূহ তাহরীম বলে গণ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ কবরের দিকে মুখ করে দুআ করা জায়েয বলেছেন। তাঁরা বলেন, যেহেতু যে কোনো দিকে ফিরে দুআ করা জায়েয সেহেতু কিবলাকে পিছনে বা ডানে-বামে রেখে কবরের দিকে মুখ করে দুআ করাও জায়েয। তাদের এ যুক্তির মধ্যে কয়েকটি দুর্বলতা বিদ্যমান:

[৮৬] মুসলিম (১১-কিতাবুল জানাইয, ৩৩-নাহউ আনিল জুলূসি আলাল কাবর) ২/৬৬৮ (ভা ১/৩১২)।
[৮৭] মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ ৫/৪৪১।

প্রথম, কিবলামুখি হওয়ার উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত পালন। শুধু দুআই নয়, মুসাফিরের জন্য নফল সালাত এবং ওযর বা অসুবিধার কারণে ফরয সালাতও যে কোনো দিকে মুখ করে আদায় করা যায়। আল্লাহ বলেছেন: "পূর্ব ও পশ্চিম আলাহরই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক।"[৮৮] তবে সকল ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য আল্লাহর দিকে মুখ করা এবং তাঁকে সম্মান করা। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে 'কিবলা' বানানো যায় না। এজন্য কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত বা দুআ করা আর অন্য কাউকে সালাত বা দুআর কিবলা বানানো এক বিষয় নয়। কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ব, পশ্চিম কোনো এক দিকে মুখ করে বসে থাকা অবস্থায় দুআর ইচ্ছা হলে সেদিকে মুখ করেই দুআ করেন তাহলে 'কিবলামুখি' হওয়ার মুসতাহাব সুন্নাত নষ্ট হলেও কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুআর জন্য ঘুরে একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির দিকে মুখ করেন তিনি মূলত দুআ বা সালাতের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে কিবলা বানালেন। এটি বাহ্যত শিরক।

দ্বিতীয়: যিয়ারত একটি ইবাদত। এ ইবাদত পালনেও আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত দেখতে হবে। আমরা দেখেছি যে, তাঁরা যিয়ারতের সময় শুধু সালাম দিতেন ও কবরস্থের সাথে কথোপকথনের ভঙ্গিতে সামান্য দুএকটি বাক্য বলতেন। সালাম ও কথোপকথনের সময় কবরের দিকে মুখ থাকা স্বাভাবিক। তবে কবর যিয়ারতের সময় দুআ করলে তাঁরা কিবলার দিক পরিত্যাগ করে কবরের দিকে মুখ করতেন বলে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। এজন্য আমাদের দুআর জন্য কিবলামুখি হওয়ার সাধারণ আদব রক্ষা করতে হবে।

তৃতীয়: কবরের দিকে মুখ করে আল্লাহর কাছে মৃতের জন্য দুআ করলে কবর পূজারীদের অনুকরণ করা হয়। এজন্য তা বর্জন করা উচিত।

চতুর্থ: আমরা কেন দুআর মাসনূন আদব কিবলামুখি হওয়া পরিত্যাগ করে কবরের দিকে মুখ করব? কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের জীবন থেকে কি আমরা একটি নমুনা পাচ্ছি? কোনো হাদীসে কি বলা হয়েছে যে, কবরের দিকে মুখ করে দুআ করলে কবুলিয়্যাতের আশা বাড়ে?

পঞ্চম: কবর যিয়ারত-এর উদ্দেশ্য মৃতকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দুআ করা। দুআকারীর নিজের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য কবরের পাশে দুআ করা বা এ উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করতে যাওয়া শিরক বা শিরকের ওসীলা। ইবাদত শিক্ষা করতে উস্তাদ বা উপকরণের প্রয়োজন, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই। আল্লাহর ইবাদতে কাউকে মধ্যস্থ কল্পনা করাই সকল শিরকের

[৮৮] সূরা (২) বাকারা: আয়াত ১১৫।

মূল। এ শিরক থেকে বাঁচানোর জন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবরে মসজিদ বানাতে, কিবলা বানাতে এবং কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। ইহূদী-খৃস্টানগণ কবরকে মসজিদ বা ইবাদতগাহ বানাতো বলে তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। কারণ কবরের কাছে আল্লাহর ইবাদত করলে বান্দার মনে হবে যে, কবরস্থ ব্যক্তির বরকত বা প্রভাবেই তার ইবাদত কবুল হচ্ছে। এতে মহান আলাহর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা হয়, যে তিনি তার বান্দার ইবাদত অন্য কারো মধ্যস্থতা ছাড়া কবুল করেন না। এগুলি সবই শিরক বা শিরকের রাজপথ।[৮৯]

[৮৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃষ্ঠা ৪৬৭-৪৮৪।